ক্যারিয়ার ডিকশনারি

বাস্তবায়ন ও সহযোগিতায়

স্কিলস ২১ প্রকল্পের একটি প্রকাশনা

International Labour Organization

International Labour Organization

ক্যারিয়ার গাইডেন্স কর্মসূচিতে স্বাগতম!

কর্মজীবনের পরিকল্পনা করার জন্য এই কর্মসূচি দুই ধরনের তথ্য-সহায়তা দিচ্ছে :

- **ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ড :**

  এটি মূলত কয়েকটি কার্ডের সমন্বয়ে একটি সেট। আপনার প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত কোর্সের জন্য নির্দিষ্ট ক্যারিয়ার নিয়ে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। রয়েছে প্রাসঙ্গিক নানা লিংক। এসব কার্ড ব্যবহার করে ক্যারিয়ার গাইডেন্স কর্মশালায় কিছু অনুশীলনও করানো হবে।

- **ক্যারিয়ার অভিধান :**

  কয়েকটি ক্যারিয়ার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্য সংবলিত এই অভিধানটি সবার জন্যই উন্মুক্ত। তবে আপনি যে প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন, তার মাধ্যমে হয়তো নাও পাওয়া যেতে পারে। চলমান পড়াশোনা শেষ করে, পরবর্তী কর্মজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যও এই অভিধান কাজে আসতে পারে। ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন, এমন সবার জন্যই এ অভিধানটি প্রাসঙ্গিক।

- **অভিধানটি কীভাবে ব্যবহার করবেন :**
  ১. কর্মশালায় যে ৫টি কর্মশক্তি নিয়ে জেনেছিলেন, তার ভিত্তিতেই এই অভিধান সাজানো হয়েছে : ভাষাগত, যৌক্তিক বিশ্লেষণ, শৈল্পিক, মানবিক ও শারীরিক-যান্ত্রিক দক্ষতা
  ২. ব্যক্তিগত দক্ষতার তালিকা থেকে সেরা ৩টি দক্ষতা আলাদা করুন
  ৩. আপনার সেরা দক্ষতাগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত যেসব ক্যারিয়ার, এই অভিধানের সংশ্লিষ্ট বিভাগে গিয়ে সেগুলো পড়ে ফেলুন এবং আপনি যে ক্যারিয়ার নিয়ে আগ্রহী, সেটি চূড়ান্ত করুন
  ৪. যে ক্যারিয়ার চূড়ান্ত করলেন, সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আপনার ক্যারিয়ার গাইডেন্স শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করুন, প্রয়োজনে গুগল বা অন্য সার্চ ইঞ্জিনের সাহায্য নিন

আপনার কর্মজীবন ও দীর্ঘ পথচলার সূচনায় শুভকামনা!

সূচীপত্র

ভাষাগত দক্ষতা.....০১
আইনজীবী.....০২
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী.....০২
সমাজবিজ্ঞানী.....০২
ইতিহাসবিদ.....০২
নৃবিজ্ঞানী.....০২
প্রত্নতত্ত্ববিদ.....০২
জাদুঘরবিদ.....০২
সংরক্ষক ও কিউরেটর.....০২
গ্রন্থাগারিক.....০৩
স্বাস্থ্যতথ্য ব্যবস্থাপক.....০৩
জনসংযোগ কর্মকর্তা.....০৩
কোম্পানি সচিব.....০৩
অফিস সেক্রেটারি.....০৩
স্টেনোগ্রাফার ও টাইপিস্ট.....০৩
কপিরাইটার.....০৩
স্ক্রিপ্ট রাইটার.....০৪
মঞ্চ ও চলচ্চিত্র পরিচালক.....০৪
সম্পাদক/প্রকাশক.....০৪
সাংবাদিক.....০৪
সংবাদ পাঠক, ঘোষক ও উপস্থাপক.....০৪
কল সেন্টার অপারেটর.....০৪
ভ্রমণ গাইড.....০৫
অনুবাদক ও দোভাষী.....০৫
ভাষা বিশেষজ্ঞ.....০৫
মাধ্যমিক শিক্ষক.....০৫
কলেজ প্রভাষক/অধ্যাপক.....০৫
বিশেষ প্রয়োজনের শিক্ষক.....০৫

মানবিক দক্ষতা.....০৬
সরকারি কর্মচারী.....০৭
মনোবিজ্ঞানী.....০৭
ক্যারিয়ার পরামর্শক.....০৭
পেশাদার পরামর্শক.....০৭
চিকিৎসক (জেনারেল প্র্যাকটিশনার).....০৭
দন্ত-চিকিৎসক.....০৭
চিকিৎসক (আয়ুর্বেদ).....০৭
হোমিও চিকিৎসক.....০৭
পুষ্টিবিদ.....০৮
নার্স ও ধাত্রী.....০৮
থেরাপিস্ট.....০৮
ফিজিওথেরাপিস্ট.....০৮
অডিওলজিস্ট ও স্পিচ থেরাপিস্ট.....০৮
স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপক.....০৮
মানবসম্পদ ব্যবস্থাপক.....০৮
হোটেল ব্যবস্থাপক.....০৮
ব্যবস্থাপক (কৃষি).....০৯
ব্যবস্থাপক (খুচরা ও পাইকারি বাণিজ্য).....০৯
ব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও বিপণন).....০৯
ইভেন্ট ব্যবস্থাপক.....০৯
ভ্রমণ পরামর্শক ও সংগঠক.....০৯
ট্রাভেল অ্যাটেন্ডেন্ট/স্টুয়ার্ড.....০৯
সমাজকর্মী.....০৯
উন্নয়ন কর্মী.....১০
শ্রম কর্মকর্তা.....১০
বিমা এজেন্ট.....১০
শিক্ষক (প্রাক-বিদ্যালয়).....১০
শিক্ষক (প্রাথমিক বিদ্যালয়).....১০

যৌক্তিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা.....১১
পরিসংখ্যানবিদ.....১২
অর্থনীতিবিদ.....১২
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট.....১২
হিসাবরক্ষক.....১২
ব্যাংক টেলর.....১২
ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার.....১২
ফিনান্স ডিলার ও ব্রোকার.....১২
আর্থিক বিশ্লেষক.....১২
বিমা ঝুঁকি বিশ্লেষক.....১৩
মূল্য বিশ্লেষক.....১৩
গণিতবিদ.....১৩
রসায়নবিদ.....১৩
জ্যোতির্বিদ.....১৩
বিজ্ঞানী.....১৩
জীববিজ্ঞানী.....১৩
অনুজীব বিজ্ঞানী.....১৩
জৈবপ্রকৌশলী.....১৪
জৈবপ্রযুক্তিবিদ.....১৪
পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ.....১৪
পরিবেশ সংরক্ষণবিদ.....১৪
বন পরামর্শক.....১৪
ভূগোলবিদ.....১৪
সমুদ্রবিজ্ঞানী.....১৪
মেরিন প্রকৌশলী.....১৫
শিল্প প্রকৌশলী.....১৫
মেটেরিয়ালস প্রকৌশলী.....১৫
ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশলী.....১৫
ইলেকট্রিক্যাল প্রকৌশলী.....১৫
সৌরশক্তি প্রযুক্তিবিদ.....১৫
ন্যানো প্রযুক্তিবিদ.....১৫
পলিমার প্রযুক্তিবিদ.....১৫
খাদ্য ও পানীয় প্রযুক্তিবিদ.....১৬
কৃষি পরামর্শক.....১৬
পশুচিকিৎসক.....১৬
প্রজনন বিশেষজ্ঞ.....১৬
ফার্মাসিস্ট.....১৬
সফটওয়্যার ডেভেলপার.....১৬
শব্দ প্রকৌশলী.....১৬
মোবাইল সার্ভিস এক্সপার্ট.....১৭
আমদানি-রপ্তানিকারক.....১৭

গোয়েন্দা.....১৭

শৈল্পিক দক্ষতা.....১৮

নৌ-স্থপতি.....১৯
ভবন স্থপতি.....১৯
ল্যান্ডস্কেপ স্থপতি.....১৯
ইন্টেরিয়র ডিজাইনার.....১৯
কার্টোগ্রাফার ও সার্ভেয়ার.....১৯
ড্রটস পারসন.....১৯
কসমেটোলজিস্ট.....১৯
সিনেমাটোগ্রাফার.....২০
আলোকচিত্রী.....২০
কার্টুনিস্ট.....২০
চারুশিল্পী.....২০
পুনরুদ্ধারকারক.....২০
বাণিজ্যিক শিল্পী.....২০
গ্রাফিকস/মাল্টিমিডিয়া ডিজাইনার.....২০
অ্যানিমেটর.....২১
ফ্যাশন ডিজাইনার.....২১
টেক্সটাইল ডিজাইনার.....২১
গার্মেন্টস সম্পর্কিত প্যাটার্ন মেকারস ও কাটার.....২১
দর্জি.....২১
সূচিজীবী.....২১
সিরামিক ডিজাইনার.....২২
গয়না-শিল্পী.....২২
পণ্য ডিজাইনার.....২২
মোড়ক প্রযুক্তিবিদ.....২২
মুদ্রণ প্রযুক্তিবিদ.....২২
চামড়া প্রযুক্তিবিদ.....২২
কাগজ প্রযুক্তিবিদ.....২২
আপহোলস্টারার.....২২

শারীরিক ও যান্ত্রিক দক্ষতা.....২৩

মেশিন টুল অপারেটর.....২৪
ওয়েল্ডার অ্যান্ড ফ্লেম কাটার প্রফেশনাল.....২৪
টুল ও ডাই মেকার.....২৪
প্ল্যাম্বার ও পাইপ ফিটার.....২৪
সেলাই মেশিন অপারেটর.....২৪
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার টেকনোলোজিস্ট.....২৪
এয়ার কন্ডিশনিং ও রেফ্রিজারেশন মেকানিক.....২৪
উড ওয়ার্কিং মেশিন টুল অপারেটর.....২৫
কার্পেন্টার অ্যান্ড জয়েনার্স.....২৫
অটোমোবাইল প্রকৌশলী.....২৫
অটো মেকানিক.....২৫
মোটরযান চালক.....২৫
বৈমানিক.....২৫
এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার.....২৫
বিমান মেকানিক.....২৬
বিমান প্রকৌশলী.....২৬
জাহাজের নাবিক.....২৬
জাহাজের ডেক অফিসার ও পাইলট.....২৬
রেডিও অপারেটর (জাহাজ).....২৬
নৌ-প্রকৌশলী.....২৬
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার.....২৬
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার.....২৭
রাসায়নিক প্রকৌশলী.....২৭
টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী.....২৭
ধাতব প্রকৌশলী.....২৭
পেট্রোলিয়াম প্রকৌশলী.....২৭
খনি প্রকৌশলী.....২৭
ভূবিজ্ঞানী.....২৭
আবহাওয়াবিদ.....২৮
বনবিদ.....২৮
মৎস্যবিজ্ঞানী.....২৮
কৃষিবিজ্ঞানী.....২৮
কীটপালক.....২৮
পশুপালক.....২৮
কৃষি প্রকৌশলী.....২৮
কৃষি ও শিল্প যন্ত্রপাতি মেকানিক.....২৯
প্যাথলজি ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান.....২৯
স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ (ইমেজিং).....২৯
স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ (নিউক্লিয়ার মেডিসিন).....২৯
স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ (অপথোমেট্রিস্ট).....২৯
স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ (শ্বাসতন্ত্র থেরাপি প্রযুক্তি).....২৯
স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ (সার্জিকাল টেকনোলজি).....২৯
স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ (অর্থোস্টিস্ট ও প্রস্টেথিস্ট).....৩০
ডেন্টাল সহযোগী ও থেরাপিস্ট.....৩০
শারীরিক প্রশিক্ষক.....৩০
ক্রীড়াবিদ.....৩০
পুলিশ সদস্য.....৩০
সেনাসদস্য.....৩০
কোরিওগ্রাফার.....৩০
নৃত্যশিল্পী.....৩১
মডেল.....৩১

ভাষাগত দক্ষতা

এই বিভাগের তালিকাভুক্ত ক্যারিয়ারের জন্য স্বচ্ছ ভাষাজ্ঞান, নির্ভুল শব্দ-প্রয়োগ, লেখা ও বলায় অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষমতা, শব্দ ও বাক্যের অর্থ ও সংবেদনশীলতা অনুধাবন এবং আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে যোগাযোগের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

আপনার কি এসব দক্ষতা আছে?

- আপনি কি লিখতে, বলতে বা যোগাযোগ করতে ভাষার দক্ষতা ব্যবহার করতে পছন্দ করেন?
- এসব দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চান?

আপনার জবাব যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে এই ধরনের ক্যারিয়ার বিষয়ে আরও জেনে নিন পরবর্তী অংশে।

আইনজীবী

আইনজীবী একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি তার গ্রাহকের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে আদালতে তার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। আদালতে মূলত অপরাধ বা বিরোধের মীমাংসার মতো ক্রিয়াকলাপ নিয়ে কাজ হয়। তবে আইনজীবীরা আদালতেরও বাইরেও গ্রাহককে আইনগত পরামর্শ দেন। আইনি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার সেবা দেন। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের বাণিজ্যিক, আর্থিক, প্রশাসনিক নানা কর্মকাণ্ডে আজকাল আইনজীবী নিয়োগ করে থাকে। তাদের কাজের পরিধির মধ্যে করপোরেট সেবা, মেধাস্বত্ব, সমাজকল্যাণ ও ন্যায়বিচার-সহ অন্যান্য শাখাও রয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সরকার, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাজনীতি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান রাখেন। যেসব ব্যবস্থা বা মূলনীতি ব্যবহার করে (যেমন– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি) কোনো সরকার একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই বিষয় নিয়ে কাজ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাত্ত্বিক বিদ্যা। জনগণের চরিত্র, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলত রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়।

সমাজবিজ্ঞানী

সমাজব্যবস্থা, বিকাশ, বিবর্তন, প্রবণতা ও এর গতিপ্রকৃতি নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা কাজ করেন। একজন ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠী, মতাবলম্বী কিংবা কোনো সংস্থার সমন্বয়ে কীভাবে মানবসমাজ ও সভ্যতা গঠিত হয়, সেই বিষয়ে তারা কাজ করেন। মানুষের জীবনের নানা বিষয়, দৃষ্টিভঙ্গি, সাংস্কৃতিক প্রভাব, সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে তারা যেসব তথ্য-উপাত্ত ও দর্শন অনুসন্ধান করেন, সেগুলোই পরবর্তী সময়ে নানা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ও নীতি প্রণয়নের কাজে ব্যবহৃত হয়।

ইতিহাসবিদ

ইতিহাসবিদ কাজ করেন অতীত নিয়ে। বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতিসত্তা, সংগঠন, কাঠামোর ক্রমবিকাশ, মেয়াদকাল, ঘটনা, ব্যক্তি-জীবনী নিয়ে তারা গবেষণা করেন। ঐতিহাসিক সেই তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আমরা বর্তমানকে বুঝতে সক্ষম হই, পরিকল্পনা সাজাতে পারি ভবিষ্যতের জন্য। সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ ও যুক্তির আলোকে ইতিহাসবিদরা ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। প্রাচীনকালের অনেক অলিখিত ঘটনার ক্ষেত্রে তারা যুক্তিনির্ভর অনুমানেরও আশ্রয় নেন।

নৃবিজ্ঞানী

নৃবিজ্ঞান সামাজিক-বিজ্ঞানেরই একটি শাখা। বিবর্তন, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য পরিবর্তনের পথ ধরে মানুষ কীভাবে আজকের যুগে জীবনযাপন করছে, এসব বিষয় নিয়েই নৃবিজ্ঞানীরা কাজ করেন। ধর্মীয় ঐতিহ্য, পারিবারিক ও আত্মীয়তার বন্ধন, ভাষা, শিল্প, নৈপুণ্য ও সংগীতের পাশাপাশি প্রতীক, পৌরাণিক ও লোক-কাহিনির মতো বিষয়ে তারা মনোযোগী। নৃবিজ্ঞানীরা আধুনিককালের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়েও কাজ করেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ

বর্তমানের মানুষ আদিকালে কীভাবে জীবনযাপন করত, তা বুঝতে অতীত নিয়ে কাজ করেন প্রত্নতত্ত্ববিদ। সন্ধান করেন কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। ইতিহাস বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট এলাকায় মাটি-খনন করে তারা বের করে আনেন প্রাচীন আবাস, উপাসনালয় অথবা মানুষের ব্যবহৃত সরঞ্জাম, মৃৎশিল্প, মুদ্রা, অস্ত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি। তারপর সেগুলো নিয়ে গবেষণা করে প্রত্নতত্ত্ববিদরা উদ্ধার করেন লুপ্ত জ্ঞান। খুঁজে আনেন সভ্যতার শেকড়।

জাদুঘরবিদ

এই পেশাজীবীরা মূলত জাদুঘরের বিভিন্ন ধরনের নমুনা ও প্রত্নবস্তু সংরক্ষণ, তালিকা, শ্রেণিবিন্যাস ও প্রদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রমে যুক্ত থাকেন। জাদুঘরের সার্বিক তত্ত্বাধানে থাকেন একজন কিউরেটর। তিনিও একজন জাদুঘরবিদ। তার অধীনে বিভিন্ন পদে সিনিয়র ও জুনিয়র জাদুঘরবিদরা কাজ করেন। ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের পাশাপাশি জাদুঘরবিদ, কিউরেটর ও সংরক্ষকরাও জাদুঘরে কাজ করেন।

সংরক্ষক ও কিউরেটর

আর্কাইভ বা সংগ্রহশালায় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক রেকর্ড, নমুনা ও তথ্য যেমন–

চিঠিপত্র, দলিল, নথি, আলোকচিত্র, ডায়েরি বা অন্য অনেক জিনিস সংরক্ষিত থাকে। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগত রীতি ও বিষয় অনুযায়ী প্রতিটি তথ্য ও নমুনা গুছিয়ে রাখা হয়। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক তাৎপর্য এবং অন্যান্য মৌলভিত্তি অনুসারে প্রতিটি নমুনা সংরক্ষণ ও গবেষণাও করা হয়। সংরক্ষক ও কিউরেটররা এই কাজগুলো তদারক করেন। মাঝে মাঝে তাদের জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারিতে বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনীরও আয়োজন করতে হয়।

গ্রন্থাগারিক

প্রকাশিত পুস্তক, নথি, দলিল ও অন্যান্য পাঠ্যবস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ করে থাকে গ্রন্থাগার। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কাজ করেন গ্রন্থাগারিক। সকল বই ও নথি পদ্ধতিগতভাবে সংরক্ষণের পাশাপাশি তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান ও পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করার কাজটিও করে থাকেন।

স্বাস্থ্যতথ্য ব্যবস্থাপক

প্রয়োজনে যেন সহজে খুঁজে পাওয়া যায়, সে জন্য প্রত্যেক রোগীর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। স্বাস্থ্যতথ্য ব্যবস্থাপক বা মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা সেই তথ্য পদ্ধতিগতভাবে সংরক্ষণ করে থাকেন। তারা মূলত হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবা কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল রেকর্ড বিভাগের কার্যক্রমে যুক্ত থাকেন। স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য শ্রেণিবিন্যাস করে সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিশ্লেষণ করাই তাদের কাজ।

জনসংযোগ কর্মকর্তা

এই পেশাজীবীরা কখনও কখনও যোগাযোগ কর্মকর্তা হিসেবেও পরিচিত। তিনি যেখানে কাজ করেন, সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাইরের পৃথিবী, বিশেষ করে গণমাধ্যম, সাধারণ মানুষ, গবেষক, সরকারি সংস্থার যোগাযোগের মাধ্যম বা যোগসূত্র হিসেবে এই পেশাজীবীরা কাজ করেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, কর্মকাণ্ড, গ্রাহক সম্পর্কে সঠিক ও প্রচারযোগ্য তথ্য যেন প্রতিষ্ঠানে বাইরের সবাই জানতে পারে, সেটি নিশ্চিত করাই জনসংযোগ কর্মকর্তার দায়িত্ব।

কোম্পানি সচিব

সাধারণত বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কোম্পানি সচিবের পদ থাকে। একটি প্রতিষ্ঠান অনেক বড় হয়ে গেলে এর কার্যক্রমের পরিধিও অনেক ব্যাপক ও জটিল হয়ে ওঠে। সেই প্রতিষ্ঠানের সরকারি নিবন্ধন, প্রশাসনিক যোগাযোগ থেকে শুরু করে বাণিজ্য ও আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত আইনি বিষয়, শেয়ার ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো ও দাপ্তরিক নানা বিষয়ের বিধিবদ্ধ ও দৈনন্দিন কার্যক্রম নির্বাহ করার জন্যই তখন কোম্পানি সচিব প্রয়োজন হয়। এই ধরনের পদে আইন ও অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে ভালো জানেন, এমন ব্যক্তিদের কদর রয়েছে।

অফিস সেক্রেটারি

একজন সেক্রেটারি বা সচিব তার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় দাপ্তরিক কাজগুলো করেন। তিনি তার সহকর্মীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক নানা কর্মকাণ্ডে সহায়তাও দিয়ে থাকেন। একজন নির্বাহী সচিব বা একান্ত সচিব তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বা কর্মকর্তাকে দাপ্তরিক কাজকর্মে সাহায্য করেন, নথি সংরক্ষণ ও তথ্য যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'অফিস সেক্রেটারি (তথ্যপ্রযুক্তি)' অংশটি দেখুন]

স্টেনোগ্রাফার ও টাইপিস্ট

টাইপরাইটার মেশিন বা কম্পিউটারের মতো ওয়ার্ড প্রসেসর টুল ব্যবহার করে যিনি কোনো বর্ণনা, পাঠ্যবস্তু টাইপ করেন, তিনিই টাইপিস্ট। মৌখিক বর্ণনা বা কাগজে লেখা অবলম্বনে তিনি টাইপ করে লেখার খসড়া তৈরি করেন ও প্রয়োজনীয় সম্পাদনাও করে থাকেন। শর্টহ্যান্ড পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কারিগরি একটি জ্ঞান, যার মাধ্যমে কারও মৌখিক বিবৃতি বা বার্তা শুনে কাগজে সংক্ষিপ্ত আকারে, সংকেত বা কৌশল ব্যবহার করে নিখুঁত নোট নিয়ে, পরবর্তী সময়ে টাইপ করে পুরোটাই লিখে ফেলা হয়। এই কাজটি যিনি করেন, তিনি স্টেনোগ্রাফার। গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত ব্যক্তিরা স্টেনোগ্রাফারের সাহায্য নিয়ে চিঠি, বিবৃতি ও অন্যান্য রচনা তৈরি করে থাকেন।

কপিরাইটার

গ্রাহকের কাছে পণ্য বা সেবার ধারণাটি আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের যে শিল্প বা বিজ্ঞান, সেটিই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন নিয়ে কাজ করে বিজ্ঞাপনী সংস্থা। কপিরাইটাররা সাধারণত এই ধরনের প্রতিষ্ঠানেই কাজ করেন। উপযুক্ত শব্দশৈলী রচনা এবং আকর্ষণীয় চিত্র (স্থির ও অডিও-ভিজুয়্যাল) ব্যবহারের মাধ্যমে তারা নির্দিষ্ট পণ্য বা বিষয়ের মনোজ্ঞ বিবরণ ও প্রচার-উপকরণ তৈরি করেন। সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ ও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন এবং একই সঙ্গে সৃজনশীল– এমন মানুষই এই ধরনের পেশার জন্য উপযুক্ত।

স্ক্রিপ্ট রাইটার

নাটক, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও রেডিও অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপন ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়, তা লিখে ফেলার কাজটি করেন স্ক্রিপ্ট রাইটার। কী ধরনের প্রোডাকশন তৈরি হচ্ছে, তার ভিত্তিতে তিনি মূল গল্প বা ধারণাকে চিত্রনাট্য বা অডিও-ভিজুয়্যাল প্রডাকশনের উপযোগী ফরম্যাটে রূপান্তর করে থাকেন। সেই ধারাবর্ণনা বা সংলাপের লিখিত রূপ অবলম্বন করেই কলাকুশলীরা নিজেদের অংশের কাজ সম্পন্ন করেন। পুরো কর্মকাণ্ডটি পরিচালিত হয় সেই লিখিত স্ক্রিপ্টের ওপর ভিত্তি করেই।

মঞ্চ ও চলচ্চিত্র পরিচালক

চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, রেডিও ও মঞ্চে আমরা যেসব অনুষ্ঠান, তথ্যচিত্র, পারফরম্যান্স দেখি, সেগুলোর পেছনে থাকে ব্যাপক প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সমষ্টি। বহু মানুষের চেষ্টা ও শ্রম থাকে। যে মানুষটি পেছন থেকে খুঁটিনাটি প্রতিটি পরিকল্পনা, সমন্বয়, নির্দেশনা ও চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত সম্পন্ন করার সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করেন ও নেতৃত্ব দেন, তাকে বলা হয় পরিচালক। পরিচালককে যেমন পুরো কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকতে হয়, তেমনি সমসাময়িক পরিস্থিতি, শিল্প-সংস্কৃতি, মনোবিজ্ঞান সম্পর্কেও ধারণা রাখতে হয়।

সম্পাদক/প্রকাশক

সম্পাদক/প্রকাশক পেশাজীবীরা প্রকাশনা-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এখানে কাজ বলতে– বই, ম্যাগাজিন, সাময়িকী ও অন্যান্য পাঠ্যবস্তু প্রণয়ন, উৎপাদন ও প্রকাশ। পুরো কর্মপ্রক্রিয়ায় ৩টি অংশ– ১. সম্পাদনা ২. উৎপাদন ও ৩. বিপণন ও বিক্রি।

সম্পাদকদের কাজ লেখকদের সঙ্গে। লেখক যা লেখেন, সম্পাদক সেটি নিরীক্ষা, পরিমার্জন, সংশোধন করে যথাযথ ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন ও পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করতে সাহায্য করেন। এরপর সেটি মুদ্রণের জন্য ছাপাখানায় যায়। আজকাল অবশ্য প্রকাশনা শিল্পের পরিধি ইন্টারনেটেও প্রসারিত হয়েছে, কাজেই প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তুর অনলাইন কনটেন্ট প্রস্তুত এবং যথাযথ ভাষা-শৈলী ব্যবহার তো বটেই, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটটি যেন আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়, সেটি দেখভাল করাও সম্পাদকের দায়িত্ব।

প্রকাশনা-শিল্পে যারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত, তাদের অবশ্যই মুদ্রণ-প্রযুক্তি ও গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ক ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। এ ছাড়া বিপণন ও বিক্রয় কার্যক্রমে যারা যুক্ত, তাদের দরকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা।

সাংবাদিক

খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, ব্লগ, টেলিভিশন, বেতার-সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করেন সাংবাদিক। দৈনন্দিন উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার বিবরণ লেখেন বা চিত্রধারণ করেন। কুশলী সাংবাদিকরা ধারাবাহিক অনুসন্ধান করে বের করে আনেন নেপথ্যের তথ্য। সাংবাদিকরা আর্থিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী না হলেও, যুগে যুগে প্রতিটি সমাজে তারা আস্থা ও গুরুত্বের প্রতীক হয়েই আছেন। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের সুবাদে সিটিজেন জার্নালিজম বহুল-প্রচলিত হয়ে উঠলেও, বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের বিবেচনায় পেশাদার সাংবাদিকরা বরাবরই নির্ভরতার প্রতীক।

সংবাদ পাঠক, ঘোষক ও উপস্থাপক

এই পেশাজীবীরা বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমে উপস্থাপনা করেন, খবর পড়েন, কথা বলেন, সাক্ষাৎকার নেন এবং বিভিন্ন উপলক্ষ্য বা বিষয়ে নানা ঘোষণা বা পরিচিতি বর্ণনা করেন। বেশির ভাগ সময় তাদের নিজে থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বাগ্মী-দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কথা বলে যেতে হয়। কখনও কখনও তাদের সামনে সহায়িকা হিসেবে লিখিত স্ক্রিপ্টও থাকে। এ ধরনের পেশাজীবীদের ইংরেজিতে অ্যাংকর বলা হয়। বাংলাতেও কথ্যরূপে এই শব্দটি প্রচলিত রয়েছে।

কল সেন্টার অপারেটর

আজকাল অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাই কল সেন্টারের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা দিয়ে থাকে। টেলিফোন, এসএমএস, লাইভ চ্যাট, ভিডিও চ্যাটের মতো নানা অনলাইন টুল ব্যবহার করে কল সেন্টার অপারেটররা পণ্য ও সেবা বিষয়ে গ্রাহকের নানা প্রশ্নের জবাব ও সমস্যার সমাধান দেন। পণ্য ও সেবার প্রচার ও বিপণনের জন্যও কল সেন্টারের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার সুবিধা হলো– ঘরে বসেই যে কেউ সহজে তথ্য বা সেবা পেতে পারে। ফলে বিষয়টি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ভ্রমণ গাইড

পর্যটন ভ্রমণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি ভ্রমণ গাইডরা নির্দিষ্ট দেশ, শহর, স্থাপনা, কীর্তি, শিল্পকর্ম, ঐতিহ্য বিষয়ে সাধারণ পর্যটকদের পরিচিতিমূলক ধারণা দিয়ে থাকেন। তারা একই সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থাপনা বা বস্তুর ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক বা সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নিয়ে বিশদ জ্ঞান রাখেন। পরিবেশ, প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য আগ্রহদ্দীপক বিষয় নিয়েই তাদের কাজ।

অনুবাদক ও দোভাষী

ভাষা বিশেষজ্ঞরাই অনুবাদক বা দোভাষী হিসেবে পেশা শুরু করতে পারেন। ভাষার উৎপত্তি, বিকাশ ও কাঠামো বিষয়ে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন হয়। অর্থ ও মূলভাব ঠিক রেখে তারা একটি ভাষা থেকে আরেকটি ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে থাকেন। অনুবাদক ও দোভাষীর কাজ পুরোপুরি ব্যবহারিক পর্যায়ের। পর্যটনশিল্পে তো বটেই, রাষ্ট্রীয়, বাণিজ্যিক, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর যোগাযোগেও দোভাষীরা কার্যকর ভূমিকা রাখেন। গবেষণাকর্ম, নথি, সংবাদ, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে জ্ঞান, তথ্য, খবর, সাহিত্যের নির্যাস বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার কাজেও অনুবাদকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'অনুবাদক ও দোভাষী (জাপানি)' অংশটি দেখুন]

ভাষা বিশেষজ্ঞ

ভাষা বিশেষজ্ঞ একটি নির্দিষ্ট ভাষার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার চর্চা করেন। নির্দিষ্ট ভাষার মৌলিক বিষয় যেমন– উচ্চারণ, অক্ষর, শব্দ ও বাক্য গঠন, প্রয়োগ-রীতি সম্পর্কে তাদের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান রাখতে হয়। একটি নির্দিষ্ট ভাষায় দক্ষ ব্যক্তির জন্য পেশা হিসেবে দোভাষী, অনুবাদক ও ভাষাশিক্ষক হওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা নির্দিষ্ট ভাষাভাষী মানুষের সংস্পর্শে দীর্ঘ সময় কাটানোর মধ্য দিয়ে কেউ একজন ওই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'ভাষা বিশেষজ্ঞ–জাপানি' অংশটি দেখুন]

মাধ্যমিক শিক্ষক

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা মূলত উচ্চবিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করেন। তারা শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নানা বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে পাঠদান করেন। শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে সাহায্য করেন। পরবর্তী সময়ে তাদের সামগ্রিক শিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়ন করেন। এই পর্যায়ের শিক্ষকরা নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন, তাদের একাডেমিক পড়াশোনাও একই বিষয় সংক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষণপদ্ধতি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত কোর্স করতে হয়।

কলেজ প্রভাষক/অধ্যাপক

কলেজ পর্যায়ের প্রভাষক বা অধ্যাপকরা সাধারণত নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন। তাদের শিক্ষার্থীরা বয়সে তরুণ এবং উচ্চমাধ্যমিক-পরবর্তী শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত। নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর উচ্চতর অধ্যয়ন ও জ্ঞান অর্জনের জন্য এইসব শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও শিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়ন করেন প্রভাষক বা অধ্যাপকরা। বাংলাদেশে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি কলেজের প্রভাষক হিসেবে কাজ শুরু করা যায়। বেসরকারি কলেজের ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

বিশেষ প্রয়োজনের শিক্ষক

শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু, তরুণ বা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, যাদের শেখার অসুবিধা আছে, তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়টিও সাধারণের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। বিশেষ শিক্ষার শিক্ষকরা এসব মানুষের পাঠদান করেন ও প্রশিক্ষণ দেন। প্রতিবন্ধী মানুষও যেন নির্দিষ্ট কিছু দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাপনে মানিয়ে নিতে পারে, নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারে, বিশেষ প্রয়োজনের শিক্ষকরা তাদের সেভাবে উপযোগী করে তোলার কাজ করেন।

মানবিক দক্ষতা

এই বিভাগের তালিকাভুক্ত ক্যারিয়ারের জন্য মানুষকে বোঝার ক্ষমতা থাকা দরকার। অন্যের আচরণ, মেজাজ ও অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীলতা, মানুষ পরিচালনা, নেতৃত্ব দেওয়া, তাদের অসুবিধাগুলো বোঝা এবং মানুষকে সাহায্য করা বা তাদের সুস্থতার জন্য কাজ করার গুণও জরুরি।

আপনার কি এসব দক্ষতা আছে?

- আপনি কি মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পছন্দ করেন?
- আপনি কি বিপদে পড়া মানুষকে সাহায্য করতে আগ্রহী?
- এসব দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চান?

আপনার জবাব যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে এই ধরনের ক্যারিয়ার বিষয়ে আরও জেনে নিন পরবর্তী অংশে।

সরকারি কর্মচারী

সিভিল সার্ভেন্ট বা সরকারি কর্মচারীরাই মূলত দেশ চালান। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থা তাদের কর্মস্থল। আইন, বিধি ও নীতিমালার আলোকে তারা নিজ নিজ পদে দায়িত্ব পালন করেন। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ায় যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী নিয়োগ হয়। রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি, চাহিদা ও অন্যান্য গুরুত্ব বিবেচনা করে তাদের পদায়ন, পদোন্নতি ও বদলি করে থাকে।

মনোবিজ্ঞানী

মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মানসিক কাঠামো, চিন্তা-প্রক্রিয়া, আচরণ, প্রবণতা, প্রতিক্রিয়া নিয়ে কাজ করেন। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা পেশাগত বিকাশের জন্য এই জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়। মনোবিজ্ঞানীরা মানসিক অবসাদ, হতাশা, দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, বিষন্নতার মতো সমস্যা কাটিয়ে ওঠার পরামর্শ দেন। উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণা বাড়াতে তারা সাহায্য করেন। নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী কী ধরনের পরিস্থিতিতে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে, তা নিয়ে গবেষণা ও তত্ত্ব উদ্ভাবনও মনোবিজ্ঞানীদের কাজ।

ক্যারিয়ার পরামর্শক

মনোবিজ্ঞানের নীতির আলোকে ক্যারিয়ার পরামর্শক এমনভাবে কথা বলেন বা পরামর্শ দেন, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করতে পারে, বুঝতে পারে সম্ভাব্য কাজের জগৎ। প্রার্থীর সাক্ষাৎকার, পরীক্ষা গ্রহণ ও দক্ষতা নির্ণয়ের পাশাপাশি প্রার্থীকে নানা রকম ক্যারিয়ারের সঙ্গে পরিচিত করে তোলাও পরামর্শকের দায়িত্ব। ক্যারিয়ার নির্বাচন ও বিকাশের নানা পর্যায়ে (যেমন– উচ্চবিদ্যালয় শেষে, উচ্চমাধ্যমিক শেষে, স্নাতক শেষে ও অন্যান্য) পরামর্শকরা তাদের সঙ্গে কাজ করেন। যারা ক্যারিয়ার নিয়ে হতাশ বা কাজ হারিয়েছেন, তাদেরও সাহায্য করেন পরামর্শকরা।

পেশাদার পরামর্শক

কাউন্সিলর বা পেশাদার পরামর্শকরা নানা রকম মনস্তাত্ত্বিক সংকট ও ব্যক্তিগত সমস্যা মোকাবেলা করতে পরামর্শ দেন, গাইড করেন। শিক্ষা, পেশা, বিয়েশাদি, পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত উন্নতি-সহ আরও নানা বিষয় নিয়ে তারা কাজ করেন। ধারাবাহিকভাবে তারা নির্দিষ্ট মানুষের কথা শোনেন, পরামর্শ দেন এবং পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিক ফলোআপও করেন।

চিকিৎসক (জেনারেল প্র্যাকটিশনার)

মেডিকেল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এমবিবিএস সমমানের ডিগ্রিধারী চিকিৎসকরা জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে কাজ করতে পারেন। সাধারণ রোগীদের বড় অংশকে তারাই চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। কোনো নির্দিষ্ট রোগ বা সমস্যার উচ্চতর চিকিৎসা প্রয়োজন হলেই কেবল জেনারেল প্র্যাকটিশনাররা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে পাঠিয়ে থাকেন। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির পাশাপাশি জেনারেল প্র্যাকটিশনার চিকিৎসকরা স্বাধীনভাবে চেম্বার খুলেও রোগী দেখতে পারেন।

দন্ত-চিকিৎসক

চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি শাখা দন্ত-চিকিৎসা। দন্ত চিকিৎসক বা ডেন্টিস্টরা কেবল দাঁত নয়, মাড়ি ও মুখের নরম টিস্যুর রোগব্যাধির ও সংক্রমণের চিকিৎসা করে থাকেন। ক্ষতিগ্রস্ত দাঁত মেরামত, নষ্ট দাঁত তুলে ফেলা, নকল দাঁত স্থাপনের পাশাপাশি ডেন্টিস্ট বা ডেন্টাল সার্জনরা চোয়াল ও মুখগহ্বরের নানা সমস্যাতেও অস্ত্রোপচার ও ওষুধ প্রয়োগে সমাধান দিয়ে থাকেন।

চিকিৎসক (আয়ুর্বেদ)

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মূল ভিত্তি হাজার বছরের প্রাচীন জ্ঞান। প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া নানা ভেষজ ও ঔষধি উপাদানের গুণ ও বৈশিষ্ট্য কাজে লাগিয়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা নানা রোগের উপশম করতে সাহায্য করেন। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতির কার্যকারিতার বিপরীতে আয়ুর্বেদ কিছুটা সেকেলে বটে। তবে সাম্প্রতিক নানা গবেষণার সুবাদে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাপদ্ধতির আবেদন ও গুরুত্ব আবার বাড়ছে।

হোমিও চিকিৎসক

হোমিওপ্যাথি মূল ধারার চিকিৎসাশাস্ত্রের সমান্তরালে ঐতিহ্যবাহী ও পরিপূরক ওষুধ নিয়ে কাজ করে। রোগীকে শারীরিকভাবে পরীক্ষার পাশাপাশি রোগের ইতিহাস ও নানা উপসর্গ বিশ্লেষণ করে হোমিও চিকিৎসকরা রোগ নির্ণয় ও এর উপশমের জন্য ওষুধ দিয়ে থাকেন। দীর্ঘমেয়াদী ও উপসর্গ নিরাময়ে কার্যকারিতার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে হোমিও চিকিৎসকদের আলাদা কদর রয়েছে।

পুষ্টিবিদ

সুস্বাস্থ্য ও নিরোগ জীবনযাপনের জন্য সঠিক ও সুষম পুষ্টিবিধানের বিষয়টি অনেকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। চিকিৎসকরাও একই পরামর্শ দেন। ডায়েটিশিয়ান বা পুষ্টিবিদরা নির্দিষ্ট ব্যক্তির বয়স, ওজন, উচ্চতা, রোগের ইতিহাস ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সূচি ইত্যাদি বিশ্লেষণ তার জন্য সুষম খাবারের তালিকা ও গ্রহণ-মাত্রা তৈরি করে দেন। ওজন নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিবিশেষে খাবারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। প্রতিটি খাবারের খাদ্যগুণ, উপাদান ও পুষ্টিতথ্য গবেষণার মাধ্যমে পুষ্টিবিদরা কৃষিপণ্য ও ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অনেক সময় ভূমিকা রাখেন।

নার্স ও ধাত্রী

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবায় নার্স বা সেবিকাদের বড় ভূমিকা রয়েছে। চিকিৎসকদের নানা কাজে সাহায্য করা, তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীর পরিচর্যা, এমনকি চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করে থাকেন নার্সরা। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীরা সার্বক্ষণিক নার্সদের অধীনেই থাকেন। নার্সিংয়ের একটি শাখা হিসেবে মিডওয়াইফ বা ধাত্রীরা সেবা দেন বাচ্চা প্রসবের সময়। প্রসবপূর্ব ও পরবর্তী পরিচর্যা, প্রসব-প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সন্তান পরিচর্যার বিষয়ে বাবা-মায়েদেরও পরামর্শ দেন ধাত্রীরা।

থেরাপিস্ট

মাংসপেশি বা হাড়ের নানা জটিলতায় আক্রান্ত রোগী, মানসিক সমস্যাগ্রস্ত মানুষ এবং দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের অস্ত্রোপচার বা ওষুধ সেবন ছাড়াও শারীরিক নানা অনুশীলন বা ব্যায়াম প্রয়োজন হয় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে। পেশাদার থেরাপিস্টরা সেই থেরাপি দেওয়ার কাজটি করেন। চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক উপায়ে কিছু শারীরিক ব্যায়াম, মাসাজ, ক্রীড়া, এমনকি কখনও কখনও সংগীতের মতো নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে রোগীকে থেরাপি দেওয়া হয়।

ফিজিওথেরাপিস্ট

চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী হাড়, পেশি, স্নায়ু সংক্রান্ত সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন ফিজিওথেরাপিস্টরা। বিশেষ করে শারীরিক প্রতিবন্ধী, মানসিকভাবে অসুস্থ, প্রবীণ বা দীর্ঘমেয়াদে অসুস্থ ব্যক্তি, দুর্ঘটনায় আহত ও গুরুতর অস্ত্রোপচার হওয়া রোগী– যাদের শারীরিক সক্ষমতা সীমিত, তাদের সুস্থ করে তুলতে ফিজিওথেরাপিস্টরা যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক উপায়ে শারীরিক ব্যায়াম, মাসাজ, ক্রীড়া, এমনকি কখনও কখনও সংগীতের মতো নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে থেরাপি দিয়ে থাকেন।

অডিওলজিস্ট ও স্পিচ থেরাপিস্ট

এই পেশাজীবীরা কাজ করেন বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে। প্রতিবন্ধিত্বের ধরন ও মাত্রা পরিমাপ করে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দক্ষতার উন্নতির জন্য তারা প্রয়োজনীয় পরিষেবা দিয়ে থাকেন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী শ্রবণ-সহায়ক উপকরণ প্রস্তুত ও ব্যবহারবিধির প্রশিক্ষণের ওপর তারা কাজ করেন। বাক প্রতিবন্ধীদের জন্য কথা বলার সহায়ক উপকরণ ও প্রশিক্ষণ নিয়েও তাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপক

হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোতে সার্বিক চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করেন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপকরা। এটি মূলত প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পেশা। সাধারণত মেডিকেল ডিগ্রিধারী ব্যক্তিরা এই পেশায় বেশি উপযুক্ত, তবে অনেক ক্ষেত্রে নন-মেডিকেল ডিগ্রিধারী ব্যক্তিরাও ব্যবস্থাপনার এই দায়িত্বে থাকতে পারেন। হাসপাতালের বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, অস্ত্রোপচার, নিবিড় পরিচর্যা, নার্সিং, ওষুধ, অ্যাম্বুলেন্স, রোগ-নির্ণয় গবেষণাগার, সুরক্ষা, নিরাপত্তা-সহ সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা, সমন্বয়, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা করে থাকেন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপকরা।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপক

কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা সংগঠনে কর্মরত লোকবলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার কাজটি করে থাকে হিউম্যান রিসোর্স বা মানবসম্পদ বিভাগ। এই বিভাগের কর্মী বা ব্যবস্থাপকরা তার প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মীর কর্মঘণ্টা, পদায়ন, পদোন্নতি, বেতন-ভাতা, বেতন-বৃদ্ধি, ছুটি, আইনি চুক্তি ও অধিকার, নতুন কর্মী নিয়োগ বা ছাঁটাই-সহ নানা বিষয় দেখভাল করেন। দক্ষতা উন্নয়নে তারা নির্দিষ্ট কর্মী বা বিভাগের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করে থাকেন।

হোটেল ব্যবস্থাপক

একটি হোটেল পরিচালনা করতে যা যা করা প্রয়োজন, ব্যবস্থাপকরা তা তা করে থাকেন। হোটেলের ফ্রন্ট-ডেস্ক থেকে শুরু করে প্রতিটি কামরার অন্দরসজ্জা ও পরিচ্ছন্নতা, লবি, লিফট, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, বার, রুম-সার্ভিস, লন্ড্রি, টেলিফোন,

ইন্টারনেট, পরিবহন, সরবরাহ ও অন্যান্য সুবিধা (সুইমিং পুল, জিমনেশিয়াম, বিজনেস সেন্টার, হল ইত্যাদি) যথাযথভাবে চলছে কিনা, তার দেখভাল করেন।
[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'হাউসকিপিং প্রফেশনাল' অংশটি দেখুন]

ব্যবস্থাপক (কৃষি)

কৃষি ব্যবস্থাপকরা কৃষিক্ষেত্র, প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন। কৃষি-উদ্যোক্তার পক্ষ হয়ে তিনি গোটা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় করে থাকেন। কৃষি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পাশাপাশি নতুন নতুন প্রযুক্তির তথ্য ও প্রযুক্তিপণ্যের উপযোগিতা সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান রাখতে হয়। বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি ব্যবস্থাপক পেশাজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও চাহিদা রয়েছে।

ব্যবস্থাপক (খুচরা ও পাইকারি বাণিজ্য)

উৎপাদিত পণ্যের খুচরা ও পাইকারি বিক্রির পুরো কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন এই পেশাজীবীরা। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হয়ে তিনি নির্দিষ্ট এলাকা বা সারা দেশে পণ্য সরবরাহ ও বিক্রির বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তৈরি, যোগাযোগ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বটি পালন করেন। যেসব পণ্য খুচরা বিক্রি হয়ে থাকে, সে ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য পাইকারি বিক্রির সরবরাহ নেটওয়ার্ক ও অর্থ আদায় এবং সাধারণ ক্রেতা পর্যন্ত পণ্য সহজলভ্য করে তোলার কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খুচরা ও পাইকারি বিক্রির ব্যবস্থাপকরাও তাই ব্যবসার সাফল্যের পথে মূল্যবান সম্পদ।

ব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও বিপণন)

উৎপাদিত পণ্য ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত প্রতিটি স্তর, বিশেষ করে গুদামজাত করা, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের কাছে সরবরাহ, সরাসরি সেলস চ্যানেল, বিক্রির অর্থ আদায়, বিক্রয়-পরবর্তী নানা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন বিক্রয় ও বিপণন ব্যবস্থাপকরা। বাজারে যেন তার পণ্যটি বেশি বিক্রি হয়, সে জন্য ক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয় মূল্যছাড়, উপহার এবং আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন তৈরির পাশাপাশি বিক্রেতাদের জন্যও তারা নানা সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে থাকেন।
[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সেল্‌স প্রফেশনাল' অংশটি দেখুন]

ইভেন্ট ব্যবস্থাপক

যে কোনো অনুষ্ঠান, সম্মেলন, সভা, সেমিনার, ভোজ, সামাজিক জমায়েত, ধর্মীয় সম্মিলন, করপোরেট অনুষ্ঠান-সহ সব ধরনের ইভেন্ট আয়োজন ও সুসম্পন্ন করার জন্য বিশেষ পেশাজীবী। যারা প্রাথমিক ভাবনা থেকে শুরু করে পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, আয়োজন, সমন্বয়, যোগাযোগ, ব্যবস্থাপনা-সহ খুঁটিনাটি প্রতিটি কাজের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকেন। সব কাজে নেতৃত্ব দেওয়া থেকে শুরু করে নিজেরাও সক্রিয়ভাবে কাজে অংশ নেন।

ভ্রমণ পরামর্শক ও সংগঠক

ছুটি বা পেশাগত কাজে যারা ভ্রমণ করেন, তাদের সেবা দিয়ে থাকেন এই পেশাজীবীরা। দেশে বা বিদেশে বিমান, ট্রেন, জাহাজ বা বাসে ভ্রমণের টিকেট, ভিসা আবেদন প্রস্তুত, হোটেলে আবাসন, খাওয়া-দাওয়া ও দর্শনীয় স্থানে ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করার পাশাপাশি গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী গোটা ভ্রমণ পরিকল্পনা সাজিয়ে দেন এই পরামর্শক ও আয়োজকরা। অনেকে পূর্বনির্ধারিত ভ্রমণ প্যাকেজও বিক্রি করে থাকেন। বিশ্বজুড়ে ট্যুর অপারেটর বা ভ্রমণ পরামর্শকদের বিপুল কদর রয়েছে।

ট্রাভেল অ্যাটেন্ডেন্ট/স্টুয়ার্ড

বিমান, জাহাজ ও ট্রেনে ভ্রমণকারী যাত্রীদের সেবায় কাজ করেন ট্রাভেল অ্যাটেন্ডেন্টস ও ট্রাভেল স্টুয়ার্ডরা। যাত্রীদের আরাম-আয়েশ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুরক্ষা, চাহিদা পূরণ ও অন্যান্য পরিষেবা নিশ্চিত করাই তাদের কাজ। আতিথিয়েতা সেবা, খাবার ও পানীয় পরিবেশন, বিশ্রামের সরঞ্জাম সরবরাহ– এ রকম নানা কাজে তাদের পারদর্শী হতে হয়। বিনয়ী, হাসিখুশি ও মিষ্টভাষী ব্যক্তিরা এই পেশায় উন্নতি করতে পারেন।

সমাজকর্মী

সমাজের জন্য যারা কাজ করেন, তারাই সমাজকর্মী। দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনমান উন্নয়ন, দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা নানা উদ্যোগ ও প্রকল্প নিয়ে থাকে। এসব কর্মসূচির আওতায় অথবা স্বাধীনভাবেও একজন সমাজকর্মী কাজ করতে পারেন। সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও তৃণমূল পর্যন্ত তথ্য ও পরিষেবা পৌঁছাতে সমাজকর্মীরা স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব নিয়েও কাজ করেন। তারা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারেন, তাই সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সমাজকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

উন্নয়ন কর্মী

ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বা উন্নয়নবিদ্যা বর্তমান শতাব্দীতে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। উন্নয়নকর্মীরা দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনমান উন্নয়ন, দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ, অর্থায়ন-সুবিধা সহজলভ্য করা-সহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কাজ করেন। বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবনমান উন্নয়নে উন্নয়ন কর্মী ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর নিবিড় ভূমিকা রয়েছে।

শ্রম কর্মকর্তা

কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা সংগঠনে কর্মী বা শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ, কর্মপরিবেশ ও অধিকার বিষয়ক কাজগুলো করে থাকেন শ্রম কর্মকর্তারা। প্রচলিত শ্রম আইনের আলোকে তারা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেন। পাশাপাশি কাজের শর্ত অনুযায়ী তারা কর্মীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়ার বিষয়টিও দেখভাল করেন। দুপক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদে মালিক ও শ্রমিক দুপক্ষই উপকৃত হয়।

বিমা এজেন্ট

অসুস্থতা, মৃত্যু, দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে শর্তসাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে বিমা প্রতিষ্ঠান। মানুষের জীবন, বাড়ি, গাড়ি, কারখানা, ব্যবসা, মূল্যবান বস্তু ইত্যাদির জন্য এই আর্থিক ক্ষতিপূরণ চুক্তি করানো যায়। নির্দিষ্ট অংকের প্রিমিয়াম জমা দিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে যে কোনো দুর্ঘটনা, সম্পদ ধ্বংস বা ক্ষয়ক্ষতি হলে, তার ক্ষতিপূরণ দেয় বিমা প্রতিষ্ঠান। বিমা এজেন্টরা নতুন ও পুরনো গ্রাহকদের কাছে সেই বিমাপণ্য বিক্রি করেন। পরবর্তী সময়ে ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করা হলে, সেটিও তারা নিষ্পন্ন করে থাকেন।

শিক্ষক (প্রাক-বিদ্যালয়)

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বয়স অনুযায়ী কার্যকর শিক্ষা-পদ্ধতি রয়েছে। প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষকরা কাজ করেন ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে, যাদের সেই অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বয়স বা মানসিক গঠন তৈরি হয়নি। আনন্দময় খেলাধুলা ও নানা অনুশীলনের মাধ্যমে এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার একটি ভিত তৈরি করে দেন প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষকরা। উন্নত বিশ্বে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশেও ক্রমশ এই ধরনের শিক্ষার স্তর বিকশিত হচ্ছে।

শিক্ষক (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করেন। শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দক্ষতার পাশাপাশি স্বাক্ষরতা, ভাষাজ্ঞান, গাণিতিক দক্ষতার ভিত্তি তৈরি হয় শিক্ষার এই স্তরে। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীর পড়াশোনা কোন দিকে যাবে, তারও একটি কাঠামো তৈরি হয় প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায়। উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে উন্নত বিশ্বে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে গুরুত্ব বাড়ছে।

যৌক্তিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা

এই বিভাগের তালিকাভুক্ত ক্যারিয়ারের জন্য যুক্তিযুক্ত চিন্তাধারা, যুক্তিপ্রয়োগের দক্ষতা, গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা ও সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা প্রয়োজন।

আপনার কি এসব দক্ষতা আছে?

- আপনি কি যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জাগতিক সব বিষয় দেখতে অভ্যস্ত?
- আপনি কি যুক্তিযুক্ত ও গাণিতিক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানে পারদর্শী?
- এসব দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চান?

আপনার জবাব যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে এই ধরনের ক্যারিয়ার বিষয়ে আরও জেনে নিন পরবর্তী অংশে।

পরিসংখ্যানবিদ

যে কোনো ধরনের তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে কাজ করেন পরিসংখ্যানবিদরা। জনসংখ্যা, জনমিতি, লাভ-লোকসান, আয়-ব্যয়, বিপণন, বিক্রি, ব্যবহার, বাণিজ্যিক প্রবণতা, বৈজ্ঞানিক উপাত্ত, জনমত, জনপ্রিয়তা, সময় বা অঞ্চল কেন্দ্রিক তথ্য ইত্যাদি গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে তারা বের করেন নির্দিষ্ট প্রবণতার হার, গড়, পূর্বাভাস ইত্যাদি। যে কোনো গবেষণা, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজে পরিসংখ্যান তাই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনীতিবিদ

অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে কাজ করেন অর্থনীতিবিদরা। রাষ্ট্রের ভূসম্পদ, শ্রমশক্তি ও অর্থসম্পদ সুষমভাবে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করে সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার কাজে অর্থনীতিবিদদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অর্থনীতির মূলনীতি ও দর্শনতত্ত্বের আলোকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপট, প্রবণতা, ঝুঁকি ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে তারা অর্থনৈতিক গতিপ্রবাহের পূর্বাভাস ও দিকনির্দেশনা দেন। অর্থনৈতিক সংস্কার, মুদ্রানীতি, ব্যাংকিং, বিনিয়োগ, ঋণপ্রবাহ-সহ নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়েও তারা সুপারিশ করেন।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট

কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠনের আর্থিক কার্যক্রম নির্বাহ থেকে শুরু করে আয়, ব্যয়, মুনাফা, লোকসান, কর, ঋণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের নিখুঁত হিসাবরক্ষণের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা। এই নিখুঁত হিসাবের ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান ও ভবিষ্যতে জন্য আর্থিক ও বাণিজ্যিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নিশ্চিত হয় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বা বাণিজ্যিক সাফল্য ও স্বচ্ছতা। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম সংক্রান্ত পরামর্শ দেন ও পুরো কার্যক্রম নিরীক্ষণ করেন। আর্থিক আইনকানুন ও বিধি প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, সেটিও দেখভাল করেন এই পেশাজীবীরা।

হিসাবরক্ষক

কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠনের আর্থিক কার্যক্রম নির্বাহ করেন হিসাবরক্ষকরা। আয়, ব্যয়, মুনাফা, লোকসান, কর, ঋণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখেন। এই নিখুঁত হিসাবের ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান ও ভবিষ্যতে জন্য আর্থিক ও বাণিজ্যিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কার্যকর হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির ওপরই নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বা বাণিজ্যিক সাফল্য ও স্বচ্ছতা। কাজের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও গুরুত্ব-ভেদে হিসাবরক্ষকদেরও নানা রকম স্তর রয়েছে।

ব্যাংক টেলর

ব্যাংক টেলররা এক ধরনের কেরানি, যারা কাউন্টারে বসে গ্রাহকের অর্থ জমা নেন এবং গ্রাহককে অর্থ প্রদান করেন। এই লেনদেনের সময় তারা হাতে অথবা যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিটি মুদ্রা গণনা করে বুঝে নেন। পাশাপাশি যথাযথ নথিপত্র প্রস্তুত, স্বাক্ষর, নিরীক্ষণ ও সংরক্ষণ করেন। অর্থ জমা নেওয়ার ক্ষেত্রে জমাকারীকে সংশ্লিষ্ট রসিদ প্রদান করেন। অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত নথি ও প্রমাণ আছে কিনা, সেটি নিশ্চিত হয়ে নেন।

ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার

নিয়মিত ব্যাংকিং চ্যানেলের সমান্তরালে বিনিয়োগ ব্যাংকার বা মার্চেন্ট ব্যাংকাররা আর্থিক পণ্য ও সেবা (যেমন– মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম) দিয়ে থাকেন। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন, ঋণ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে তারা সম্ভাবনাময় ও চাহিদাসম্পন্ন খাতে বিনিয়োগ করেন। নিশ্চিত করেন তহবিল-মালিকের মুনাফা। এই ধরনের পেশায় অর্থনীতি, বাণিজ্য খাত, বিনিয়োগ ও ব্যাংকিং বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হয়।

ফিনান্স ডিলার ও ব্রোকার

ফিনান্স ডিলার ও ব্রোকাররা সিকিউরিটিজ বন্ড, স্টক ও পুঁজিবাজার সম্পর্কিত অন্যান্য আর্থিক দলিল কেনাবেচা করেন। বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বাজার পরিস্থিতি বুঝে তারা বৈদেশিক মুদ্রার ওপরও লেনদেন করেন। নির্দিষ্ট কমিশনের ভিত্তিতে তারা নিজের প্রতিষ্ঠান বা গ্রাহকের পক্ষে কাজ করেন। আবার গ্রাহকের পক্ষে লেনদেনের কাজটুকুও করে দেন।

আর্থিক বিশ্লেষক

আর্থিক বিশ্লেষক বা পরামর্শকরা কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠনের আর্থিক কার্যক্রম নিয়ে কাজ করেন। আয়, ব্যয়, মুনাফা, লোকসান, কর, ঋণ, বিনিয়োগ, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ের নিখুঁত নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে তারা সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস ও দিকনির্দেশনা দেন। এর ভিত্তিতেই এই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেট, বিনিয়োগ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়। আর্থিক আইনকানুন ও বিধি প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, সেটিও দেখভাল করেন এই পেশাজীবীরা।

বিমা ঝুঁকি বিশ্লেষক

অসুস্থতা, মৃত্যু, দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে শর্তসাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে বিমা প্রতিষ্ঠান। মানুষের জীবন, বাড়ি, গাড়ি, কারখানা, ব্যবসা, মূল্যবান বস্তু ইত্যাদির জন্য এই আর্থিক ক্ষতিপূরণ চুক্তি করানো যায়। নির্দিষ্ট অংকের প্রিমিয়াম জমা দিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে যে কোনো দুর্ঘটনা, সম্পদ ধ্বংস বা ক্ষয়ক্ষতি হলে, তার ক্ষতিপূরণ দেয় বিমা প্রতিষ্ঠান। বিমা ঝুঁকি বিশ্লেষকরা আর্থিক নীতি, গাণিতিক সূত্র ও পরিসংখ্যানের আলোকে প্রণীত বিধান অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে বিমাকৃত বস্তুর দুর্ঘটনা ও ক্ষতির ঝুঁকি নির্ণয় করেন। এই ঝুঁকির ভিত্তিতেই বিমার মূল্য ও প্রিমিয়াম নির্ধারিত হয়।

মূল্য বিশ্লেষক

একটি পণ্য বা সেবার মূল্য কত হওয়া উচিত, সেটি বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করেন একজন মূল্য বিশ্লেষক। বাজার পরিস্থিতি, ক্রেতার চাহিদা, উৎপাদন খরচ, প্রতিষ্ঠানের মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের মূল্যতালিকা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত মূল্যমান ক্রেতার জন্য যেন সহনীয় থাকে এবং বিক্রেতাও যেন লাভবান হন, সেসব বিষয়ে লক্ষ্য রেখে মূল্য বিশ্লেষক উৎপাদনকারীকে পরামর্শও দিয়ে থাকেন।

গণিতবিদ

গণিত একটি মৌলিক বিদ্যা। বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের সবগুলো শাখার কেন্দ্রে রয়েছে গণিত। গণিতবিদরা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সব পর্যায়েই কাজ করে থাকেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিল্প উৎপাদন, অর্থশাস্ত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমরবিদ্যা, প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি, প্রাকৃতিক– জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই রয়েছে গাণিতিক হিসাবনিকাশ ও সমীকরণের ব্যবহার। পেশাদার গণিতবিদরা গাণিতিকভাবে যে কোনো সমস্যার সমাধান করে অন্য পেশাজীবীদের পরামর্শ ও কর্মকৌশল প্রণয়নের বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

রসায়নবিদ

রসায়নবিদ্যা নিয়ে যারা কাজ করেন, তারাই রসায়নবিদ। গবেষণার মাধ্যমে রসায়নের নিত্যনতুন তত্ত্ব উদ্ঘাটন, কৃত্রিম পদার্থ উদ্ভাবন ও নানা যৌগ উৎপাদনের মাধ্যমে তারা প্রযুক্তির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। বিভিন্ন শিল্পখাতে সুনির্দিষ্ট পণ্য উদ্ভাবন, উৎপাদন প্রক্রিয়া, মান নিয়ন্ত্রণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি-সহ নানা কাজেও রসায়নবিদরা কাজ করছেন। মানুষের নিত্যব্যবহার্য পণ্য উৎপাদনে রসায়নবিদদের নেপথ্য ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

জ্যোতির্বিদ

জ্যোতির্বিদ বা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্ব নিয়ে কাজ করেন। শক্তিশালী দুরবিনে পর্যবেক্ষণ করেন বহুদূরের নক্ষত্র, গ্রহ, ধূমকেতু ও মহাজাগতিক বস্তুর গতিবিধি। বিশ্লেষণ করেন প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত। মহাকাশ গবেষণা ও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে মহাবিশ্বে মানুষের পদচারণা বিস্তার ও লব্ধ জ্ঞান মানবসভ্যতার বিকাশে কাজে লাগানোই তাদের উদ্দেশ্য। পদার্থবিদ্যার ও গণিতের পারদর্শিতা এই ক্ষেত্রে অতি জরুরি। প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কযুক্ত ছিল, পরবর্তী বিজ্ঞানমুখী চর্চার ভিত্তিতে দুটো শাস্ত্র সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা হয়ে গেছে।

বিজ্ঞানী

সাধারণ বিজ্ঞান বা জেনারেল সায়েন্স বা পিওর সায়েন্স মূলত শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কিত। একজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট শাখার সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করেন। প্রাপ্ত নতুন তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার ও পুরনো তত্ত্বের খুঁটিনাটি সংক্রান্ত জ্ঞানের ভাণ্ডারে বাড়তি তথ্য যোগ করেন। এইসব তথ্য পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নানা শাখা ও উচ্চতর স্তরকে সমৃদ্ধ করে।

জীববিজ্ঞানী

জীববিজ্ঞানীরা জীবজগতের শারীরিক বিষয় নিয়ে কাজ করেন। প্রাণি, উদ্ভিদ, বাস্তু, অনুজীব ও জিনতত্ত্বের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে গবেষণা করাই তাদের কাজ। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে জীবনের বিকাশ, পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রতিক্রিয়া নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তারা নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। সেগুলো পরবর্তী সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্র, কৃষিবিজ্ঞান, জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধ-সহ নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

অনুজীব বিজ্ঞানী

মাইক্রোবায়োলজি বা অনুজীববিজ্ঞান হলো জীববিজ্ঞানের একটি শাখা। আণুবীক্ষণিক প্রাণী যেমন– ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া নিয়ে তারা গবেষণা করেন। উপকারী ও ক্ষতিকর জীবাণু শনাক্ত, তাদের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র অনুসন্ধান, জীবনচক্র বোঝা এবং অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের ওপর তাদের প্রভাব বিষয়ে গবেষণা করে তারা

যে নতুন জ্ঞান অর্জন করেন, তা পরবর্তী সময়ে রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও ওষুধ আবিষ্কারে কাজে লাগে।

জৈবপ্রকৌশলী

বায়োমেডিকেল প্রকৌশলী বা জৈবপ্রকৌশলীরা মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর ওপর নিয়ন্ত্রিত গবেষণা করেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে প্রাণীদেহের বিভিন্ন কোষের বিকাশ, পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রতিক্রিয়া নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তারা নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। সেগুলো পরবর্তী সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্র, পশুপালন ও জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধ-সহ নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। লাইফ সাপোর্ট মেশিন প্রস্তুত বা উন্নয়নের মতো কাজে বায়োমেডিকেল প্রকৌশলীদের ভূমিকা রয়েছে।

জৈবপ্রযুক্তিবিদ

জৈবপ্রযুক্তিবিদ বা বায়োটেকনোলজিস্টরা শিল্পখাতে জীববিজ্ঞানের নানা কৌশল প্রয়োগ করেন। স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি উৎপাদন, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও ফার্মাসিউটিক্যালস-সহ নানা খাতে তারা কাজ করেন। গাঁজন, পচন, অভিযোজনের মতো প্রাকৃতিক জৈবপ্রক্রিয়ার গতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে কৃষি ও স্বাস্থ্যপণ্য উৎপাদনের কাজে এই পেশাজীবীরা সরাসরি ভূমিকা রাখেন। জৈবপ্রযুক্তি উন্নয়নে গবেষণা করাও তাদের কাজ।

পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ

পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ বা প্রকৌশলীরা প্রকৃতি ও এর শক্তি নিয়ে কাজ করেন। মানুষের জীবনযাপন ও সভ্যতার ওপর প্রকৃতির যে প্রভাব রয়েছে, তা গবেষণা করেন এই পেশাজীবীরা। তারা পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত ও জীববিদ্যায় পারদর্শী হন। প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী শক্তিতে রূপান্তর, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নির্মিত স্থাপনার সুরক্ষা এবং পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর মতো কার্যক্রমে পরিবেশ প্রযুক্তিবিদরা কাজ করেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ' অংশটি দেখুন]

পরিবেশ সংরক্ষণবিদ

পরিবেশ সংরক্ষণবিদরা পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে কাজ করেন। মানুষের কর্মকাণ্ড কীভাবে পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে, কীভাবে দূষণ প্রতিরোধ করা যায়, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা ও পরিবেশের হারানোর বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধার নিয়ে তারা গবেষণা করেন। বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, শব্দদূষণ, মাটিদূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, বিষাক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের কার্যকর ও টেকসই পরিকল্পনা ও সমাধান– এগুলো পরিবেশ সংরক্ষণবিদের কাজের বিষয়।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ' অংশটি দেখুন]

বন পরামর্শক

বন বিষয়ক পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞরা বনজঙ্গল ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে কাজ করেন। প্রাকৃতিক বনভূমি সংরক্ষণ ও কৃত্রিমভাবে বনাঞ্চল বিকাশ করার উদ্যোগে তারা কাজ করেন। একটি বনের স্বাভাবিক পরিবেশ, জৈবচক্র, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে তারা সরকারি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। দূষণ ও অন্যান্য ঝুঁকি মোকাবেলা করে বনভূমি টিকিয়ে রাখা ও বৃদ্ধিতে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও স্থানীয় মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক নানা সুপারিশও তারা করেন।

ভূগোলবিদ

ভৌগোলিক বিষয় নিয়ে কাজ করেন ভূগোলবিদ। ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন, প্রভাব, প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করার পাশাপাশি পূর্বাভাস দেওয়া ও ভৌগোলিক ঘটনার বিশ্লেষণ করাও তাদের কাজ। আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূ-অভ্যন্তরের পরিবর্তনশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বায়ুপ্রবাহ, সামুদ্রিক স্রোত ও প্রবণতা নিয়ে তারা যেসব তথ্য উদঘাটন করেন, তা পরবর্তী সময়ে ভূতাত্ত্বিক ও সামুদ্রিক গবেষণা এবং সতর্কতামূলক কর্মকাণ্ডে কাজে লাগে।

সমুদ্রবিজ্ঞানী

মেরিন সায়েন্টিস্ট বা সমুদ্রবিজ্ঞানীরা সমুদ্রের স্রোত, জোয়ার-ভাটা, গভীরতা, পানির চাপ, আবহাওয়া, জলজ প্রাণী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করেন। জাহাজ চলাচল, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বৈশ্বিক উষ্ণায়নে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, মৎস্য আহরণ, সামুদ্রিক খনিজ উত্তোলন, উপকূল উন্নয়ন ও সুরক্ষা, দূষণ প্রতিরোধ– এ রকম অনেক বিষয় রয়েছে তাদের কাজের তালিকায়। উপগ্রহের চিত্র বিশ্লেষণ ও সমুদ্রের অন্ধকার গভীরে ডুব দিয়ে তারা তলদেশের তথ্য সন্ধান করেন, পর্যবেক্ষণ করেন সামুদ্রিক প্রাণীদের জীবন ও আচরণ।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'মেরিন ইঞ্জিনিয়ার' অংশটি দেখুন]

মেরিন প্রকৌশলী

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার বা সমুদ্র প্রকৌশলীরা জাহাজ, জলযান ও জলস্থাপনা নিয়ে কাজ করেন। সমুদ্রের স্রোত, জোয়ার-ভাটা, গভীরতা, পানির চাপ, আবহাওয়া, জলজ প্রাণী ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তাদের জানতে হয়। জাহাজনির্মাণ ও জাহাজ চলাচলের যাবতীয় কারিগরি দিক, ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি ডিজাইন, পরিকল্পনা, সংযোজন, মেরামত, সংস্কার ও পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে তাদের পারদর্শিতা। সমুদ্রের বুকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, বন্দর ও অবকাঠামো নিয়েও তাদের কাজ করতে হয়।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'মেরিন ইঞ্জিনিয়ার' অংশটি দেখুন]

শিল্প প্রকৌশলী

শিল্প প্রকৌশলীরা হলেন প্রকৌশলীদের প্রকৌশলী। একটি শিল্প-কারখানা, উন্নয়ন প্রকল্প, গবেষণাগার, প্ল্যান্ট, ফ্যাসিলিটির সার্বিক প্রকৌশল কার্যক্রম পরিকল্পনা, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজে তারা যুক্ত থাকেন। পুরো কার্যক্রমটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর, নিরাপদ ও আর্থিকভাবে ফলপ্রসূ কিনা, সেটিও নিশ্চিত করার দায়িত্ব শিল্প প্রকৌশলীদের।

মেটেরিয়ালস প্রকৌশলী

মেটেরিয়ালস প্রকৌশলীরা নানা রকম প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপকরণ যেমন– ধাতু, সিরামিক, পলিমার, কাঠ ও অন্যান্য পদার্থ নিয়ে কাজ করেন। এইসব পদার্থ বা ধাতু প্রক্রিয়াজাত করে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন। মেটেরিয়ালস প্রকৌশলীরা একই সঙ্গে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও গণিতে পারদর্শী। বিভিন্ন শিল্প-কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য খাতে এই পেশাজীবীদের কাজের সুযোগ রয়েছে।

ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশলী

ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশলীরা ইলেকট্রনিক্স নিয়েই কাজ করেন। ইলেকট্রনিক সার্কিট ও সিস্টেমের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্যাপাসিটার, ডায়োড, রেজিস্টর ও ট্রানজিস্টরের মতো উপকরণ নিয়ে গবেষণা, উৎপাদন, উন্নয়ন, মেরামত নিয়েই তাদের কাজকর্ম। কম্পিউটার-সামগ্রী, মোবাইল, টেলিভিশন, ঘড়ি ইত্যাদি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রস্তুত, উৎপাদন ও মেরামতের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার' অংশটি দেখুন]

ইলেকট্রিক্যাল প্রকৌশলী

ইলেকট্রিক্যাল প্রকৌশলীরা কাজ করেন বিদ্যুৎ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সঞ্চালন ব্যবস্থা নিয়ে। বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ে সরবরাহ করার সার্বিক কর্মকাণ্ডে তারা যুক্ত থাকেন। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আবিষ্কার, উৎপাদন ও মেরামতের শিল্পেও এই পেশাজীবীদের কাজের সুযোগ রয়েছে।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার', 'ইলেকট্রিশিয়ান/ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট ইনস্টলার ও রিপেয়ারার' অংশগুলো দেখুন]

সৌরশক্তি প্রযুক্তিবিদ

সৌরশক্তি প্রযুক্তিবিদ বা সোলার অ্যানার্জি টেকনিশিয়ানরা সৌরশক্তি ব্যবহারের নানা বিষয় নিয়ে কাজ করেন। সৌরশক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও ব্যবহার বিষয়ক নানা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংযোজন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরীক্ষা ও মেরামতের কাজে তাদের দক্ষ হতে হয়। ফটোভলটাইক পদ্ধতি ব্যবহার করে সূর্যরশ্মিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করা কিংবা আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনায় ব্যবহারের উপযোগী ব্যবস্থা করাও তাদের কাজ।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'সোলার অ্যানার্জি টেকনিশিয়ান' অংশটি দেখুন]

ন্যানো প্রযুক্তিবিদ

ন্যানো প্রযুক্তিবিদ বা টেকনোলজিস্টরা ১ মাইক্রোমিটারের চেয়ে ক্ষুদ্র আকৃতির বস্তু, যন্ত্র, সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করেন।? রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও গণিতের পারদর্শিতা জরুরি। ন্যানো প্রযুক্তিবিদরা দুটো পদ্ধতি ব্যবহার করেন। একটি হলো 'বটম-আপ', এর মাধ্যমে আণবিক প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট কিছু পদার্থ ভেঙে ও রাসায়নিকভাবে নতুন যৌগ গঠন করে উপকরণ, যন্ত্রাংশ বা ডিভাইস তৈরি করা হয়। অন্য পদ্ধতি হলো 'টপ ডাউন', এখানে ন্যানো-বস্তুটি তৈরি হয় বৃহত্তর পদার্থ ভেঙে। কম্পিউটার চিপসের নকশা ও আণবিক কাঠামোর ভিত্তিতে নানা রকম পলিমার তৈরি আধুনিক ন্যানো-প্রযুক্তির উদাহরণ।

পলিমার প্রযুক্তিবিদ

পলিমার প্রযুক্তিবিদ বা টেকনোলজিস্টরা সিনথেটিক পলিমার ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত নানা পদার্থ নিয়ে কাজ করেন। পলিমার প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়, যেমন– স্টার্চ, সেলুলোজ ও রাবার। পলিমার কৃত্রিমভাবেও উৎপাদন করা হয়। পলিমারের

সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত রূপ হলো প্লাস্টিক। আঠা, আবরণ, স্পঞ্জ, ফোম থেকে শুরু করে টেক্সটাইল ও শিল্পপন্য উৎপাদনের ফাইবার, বৈদ্যুতিক ডিভাইস, বায়োমেডিকেল ডিভাইস ও অপটিক্যাল ডিভাইস-সহ নানা পণ্যে পলিমার ব্যবহার হয়।

খাদ্য ও পানীয় প্রযুক্তিবিদ

এই পেশাজীবীরা খাদ্যপণ্য উদ্ভাবন, উৎপাদন, গুণগত মানরক্ষা ও উন্নয়নে কাজ করেন। উদ্ভিদ, প্রাণী ও জলাশয় থেকে মানুষের খাওয়া বা পানের উপযোগী উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত, ব্যবহার, পরীক্ষা ও পরবর্তী সময়ে খাদ্যপণ্য উৎপাদনের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করাও তাদের কাজ। পুষ্টিমান উন্নত করে কৃত্রিমভাবে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য তৈরির শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে খাদ্য ও পানীয় প্রযুক্তিবিদের।

কৃষি পরামর্শক

কৃষিকাজের পরামর্শকরা কৃষি-পদ্ধতি ও সমস্যার সমাধান নিয়ে কাজ করেন। মৌসুম, ভূপ্রকৃতি, বাজার চাহিদা, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে তারা কৃষক ও কৃষিকর্মীদের জন্য সঠিক শস্যের আবাদ, উপযুক্ত সার, বীজ, কৃষি সরঞ্জাম, উপকরণ, আধুনিক প্রযুক্তির বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কার্যকর প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। ফসলের রোগ, মড়ক, পোকার আক্রমণ ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের কৌশল নিয়েও তারা দিকনির্দেশনা দেন। বাংলাদেশে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ছাড়াও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কৃষি পরামর্শক হিসেবে কাজের সুযোগ রয়েছে।

পশুচিকিৎসক

পশুচিকিৎসক গৃহপালিত ও বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা করেন। বিশেষ করে পোষা পশুপাখির অসুখ-বিসুখ ও জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে পশুপাখি পালনে রোগের প্রাদুর্ভাব খামারিদের জন্য বড় দুশ্চিন্তার কারণ। আবার অনেক সময় পশুপাখি থেকে মানুষের মধ্যেও রোগ ছড়াতে পারে। পশুচিকিৎসকরা এইসব বিষয় নিয়ে কাজ করেন। প্রজনন ও শংকরায়নও তাদের কাজের বিষয়। তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও তথ্যউপাত্ত পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর গবেষণাকর্মেও কাজে আসে।

প্রজনন বিশেষজ্ঞ

জীববিজ্ঞানের একটি শাখা বংশগতিবিদ্যা। প্রজনন বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়টি নিয়েই কাজ করেন। ক্রোমোসোমাল স্তরে জীবন বিকাশ, প্রতিরূপ ও প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা, নতুন তথ্য উদঘাটন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকেন। এই পেশাজীবীদের একটি অংশ মানুষের প্রজনন সমস্যা নিয়ে কাজ করেন, পরামর্শ দেন নিঃসন্তান দম্পতিদের। অন্য অংশ জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর প্রজনন, সংকরায়ন, বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করেন। তাদের লব্ধ জ্ঞান গবাদিপশু পালন ও উৎপাদন বাড়াতে কাজে লাগে।

ফার্মাসিস্ট

ফার্মাসিস্টরা ওষুধ ও নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করেন। রসায়ন ও ফার্মাকোলজির মৌলিক ও উচ্চতর ধারণা ও তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে তারা ওষুধ উদ্ভাবন, উৎপাদন, মান উন্নয়ন করে থাকেন। ফার্মাসিউটিক্যালস অর্থাৎ ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কৃত্রিম খাদ্যপণ্য, শিল্পখাতে ব্যবহার্য রাসায়নিক উপাদান তৈরির কারখানা তাদের কাজের জায়গা। তবে গবেষণামূলক কাজেও ফার্মাসিস্টরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

সফটওয়্যার ডেভেলপার

সফটওয়্যার ডেভেলপাররা সফটওয়্যার তৈরি করেন। অপারেটিং সিস্টেম বা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি ও পরবর্তী সময়ে নিয়মিত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা ও নির্দিষ্ট কোড ব্যবহার করে সেটি প্রস্তুত করার কাজটি এই পেশাজীবীরা করে থাকেন। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা বিশ্লেষণ করে তারা যুক্তিনির্ভর কর্মপ্রক্রিয়া বা পদ্ধতি নির্মাণ করেন। যেটি কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইসে ব্যবহৃত কোনো অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে। আবার একটি কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বা অটোমেশনও হতে পারে।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েব ও মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপার, নেটওয়ার্ক প্রফেশনাল ও ডাটাবেজ ডিজাইনার ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটর' অংশটি দেখুন]

শব্দ প্রকৌশলী

শব্দ প্রকৌশলী বা প্রযুক্তিবিদ বা সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিশিয়ানরা শব্দ নিয়ে কাজ করেন। রেকর্ডিং স্টুডিওতে গান, যন্ত্রসংগীত, নাটক, থিয়েটার, চলচ্চিত্র বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল কাজের জন্য নানা রকম শব্দযন্ত্র ও সফটওয়্যার ব্যবহার করে শব্দধারণ, রেকর্ডিং, শব্দমিশ্রণ, সম্পাদনা, আবহ, সাউন্ড ইফেক্ট, মিউজিক তৈরির

কাজ করেন। এই পেশায় সংগীতের প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ, প্রাকৃতিক শব্দ, গায়কীর নিখুঁত শব্দতরঙ্গ ও শৈলী বোঝা, অনুভব ও বাছাই করার কাজে পারদর্শিতা দরকার।

মোবাইল সার্ভিস এক্সপার্ট

একদম বেসিক মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে আধুনিক স্মার্টফোন বা ফিচার ফোনের যে কোনো সমস্যার সমাধানে কাজ করেন মোবাইল সার্ভিস এক্সপার্ট। হাতে ব্যবহারযোগ্য এই ধরনের ডিভাইসের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, সফটওয়্যার আপডেট, যন্ত্রাংশ পরিবর্তন, প্রতিস্থাপনের মতো সেবা দেন তারা। মোবাইল ফোনের পরিচর্যা ও যত্নের বিষয়েও তারা ব্যববহারীকে নানা ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'মোবাইল ফোন সার্ভিসিং বিশেষজ্ঞ' অংশটি দেখুন]

আমদানি-রপ্তানিকারক

এই পেশাজীবীরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। দেশ দেশে উৎপাদিত পণ্য অন্য দেশে রপ্তানি বা বিক্রি এবং অন্য দেশে উৎপাদিত পণ্য নিজ দেশে আমদানি বা কিনে আনাই তাদের কাজ। ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পন্ন করে তারা এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি, পণ্যের মূল্য নিয়ে দর কষাকষি, পণ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ, পরিবহন, বিতরণ– এ রকম নানা কাজে তাদের পারদর্শী হতে হয়।

গোয়েন্দা

গোপন নজরদারি ও তদন্তের মাধ্যমে গোপন তথ্য ও রহস্য উদঘাটন করে থাকেন গোয়েন্দারা। তারা সাধারণত কোনো ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা বা গতিবিধির ওপর গোপনে নজরদারির মাধ্যমে গোপন তথ্যের উৎস সন্ধান, অপরাধের তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ ও রহস্যময় কর্মকাণ্ডের পেছনের খবর জানার চেষ্টা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি পর্যায়ে গোয়েন্দা তৎপরতার অনুমোদন থাকলেও, বাংলাদেশে সরকারি সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কেবল গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা করতে পারে।

শৈল্পিক দক্ষতা

এই বিভাগের তালিকাভুক্ত ক্যারিয়ারের জন্য অংকন, দৃশ্যায়ন, নকশার কাজে পারদর্শী হওয়া দরকার। ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারার দক্ষতাও জরুরি।

আপনার কি এসব দক্ষতা আছে?

- আপনি কি আঁকতে পারেন? নকশা তৈরি করতে পারেন?
- আপনি কি রঙ, শব্দ, আলো-সহ নানা মাধ্যমকে সন্নিবেশিত করে প্রাণবন্ত সৃষ্টিকর্ম তৈরি করতে ভালোবাসেন?
- এসব দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চান?

আপনার জবাব যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে এই ধরনের ক্যারিয়ার বিষয়ে আরও জেনে নিন পরবর্তী অংশে।

নৌ-স্থপতি

নেভাল আর্কিটেক্ট বা নৌ-স্থপতিরা মেরিন আর্কিটেক্ট হিসেবেও পরিচিত। তারা জাহাজ ও ভাসমান জলস্থাপনা পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরিচালনা, মেরামত ও সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বিশেষ করে আকার, ওজন, গতি, প্রবণতা, অস্ত্র, কার্গো, স্থানচ্যুতি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে যাত্রী ও মালবাহী নৌযানের নকশা করা তাদের কাজ। মূল কাঠামোর পাশাপাশি কার্গো স্পেস, যাত্রীবাহী কেবিন, মই, লিফট, ব্রিজ ইত্যাদির খুঁটিনাটি পরিকল্পনাও তাদের করতে হয়।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'নাভাল আর্কিটেক্ট' অংশটি দেখুন]

ভবন স্থপতি

বিল্ডিং আর্কিটেক্ট বা ভবন স্থপতিরা আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প ভবন, নগর স্থাপনা, ল্যান্ডস্কেপ, সড়ক ব্যবস্থার নকশা পরিকল্পনা করেন। এইসব স্থাপনা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও নিরীক্ষণ করেন। স্থাপত্যবিদ্যার মূলনীতি অনুযায়ী নির্মিতব্য স্থাপনাটি টেকসই, মজবুত এবং দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা-সহনীয় হচ্ছে কিনা, সেদিকে খেয়াল রাখার পাশাপাশি স্থাপত্যকর্মের নান্দনিক সৌন্দর্য্য, ব্যবহার-উপযোগিতা, প্রকৃতিবান্ধব ইত্যাদি বিষয়ও স্থপতিরা গুরুত্ব দেন। প্রাচীন ও প্রত্নতাত্ত্বিক ভবন ও স্থাপনা সংস্কার নিয়েও তারা কাজ করেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'বিল্ডিং আর্কিটেক্ট' অংশটি দেখুন]

ল্যান্ডস্কেপ স্থপতি

ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেক্ট বা স্থপতিরা স্থাপত্য নিয়েই কাজ করেন। ভূদৃশ্য, জনসমাগমের স্থাপন, খোলা জায়গায় বাণিজ্যিক, শিল্প ও আবাসিক স্থাপনা, পার্ক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সড়ক ও অন্যান্য প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও উন্নয়নের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকেন। স্থাপত্যবিদ্যার মূলনীতি অনুযায়ী নির্মিতব্য স্থাপনা টেকসই, মজবুত এবং দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা-সহনীয় হচ্ছে কিনা, সেদিকে খেয়াল রাখার পাশাপাশি স্থাপত্যকর্মের নান্দনিক সৌন্দর্য্য, ব্যবহার-উপযোগিতা, প্রকৃতিবান্ধব ইত্যাদি বিষয়ও এই স্থপতিরা গুরুত্ব দেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেক্ট' অংশটি দেখুন]

ইন্টেরিয়র ডিজাইনার

ইন্টেরিয়র ডিজাইনাররা ভবন বা স্থাপনার অন্দরসজ্জা নিয়ে কাজ করেন। অন্দরের পরিবেশ আরামদায়ক ও সুন্দর করে তোলেন। গৃহসজ্জা, আসবাব, মেঝে, পেইন্টিং ও ফিনিশিংয়ের কাজে তাদের ডাক পড়ে। বাণিজ্যিক, শিল্প, পাবলিক, ব্যক্তিগত ও আবাসিক স্থাপনার ভেতরে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে সজ্জা-পরিকল্পনা ও নকশা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে জীবনযাত্রা ও কাজের পরিবেশ, এমনকি বিক্রি বাড়ানোর মতো বিষয়গুলোও তাদের বিবেচনায় রাখতে হয়।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'ইন্টেরিয়র ডিজাইনার' অংশটি দেখুন]

কার্টোগ্রাফার ও সার্ভেয়ার

কার্টোগ্রাফার ও সার্ভেয়াররা ভূমি-জরিপ সংক্রান্ত নানামুখী কাজের সঙ্গে জড়িত। আবাস, বাণিজ্য, শিল্প বা কৃষিকাজের উপযোগী জমি ছাড়াও জলাশয়, জলাধার, ভূগর্ভস্থ অঞ্চলের মাপজোক করার জন্য তারা নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ও কৌশল ব্যবহার করেন। পরিমাপ সরঞ্জাম, জ্যোতির্মণ্ডলের অবস্থান, ডিজিটাল প্রযুক্তি, উপগ্রহের চিত্র, ভৌগোলিক তত্ত্ব, আঁকা জ্যামিতিক স্কেচ ইত্যাদি পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে তারা নিখুঁত অবস্থান ও পরিমাপ নির্ণয় করেন। সংগৃহীত তথ্যউপাত্ত নিয়ে সচিত্র উপস্থাপনা প্রস্তুত বা সংশোধনের কাজটিও তাদের।

ড্রটস পারসন

ড্রটস পারসন পেশাজীবীরা সাধারণত ডিজাইনার, স্থপতি ও প্রকৌশলীদের ব্যবহারের জন্য স্কেচ, পরিমাপ ও নানা ধরনের উপাত্ত ব্যবহার করে কারিগরি চিত্র, মানচিত্র ও ডিজাইন প্রস্তুত করেন। মৌলিক কারিগরি অংকনের পাশাপাশি চিত্রের অনুলিপি ও খুঁটিনাটি পরিমার্জন ও নতুন সংস্করণ তৈরির কাজও তারা করে থাকেন। তাদের তৈরি করা খসড়ার ওপর ভিত্তি করেই মূল ড্রয়িংটি ছাপা হয় এবং কম্পিউটারে সফট কপি তৈরি করা হয়।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'ড্রটস পারসন (টেকনিকাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং প্রফেশনাল)' ও 'ড্রটস পারসন (অ্যাসিসট্যান্ট)' অংশটি দেখুন]

কসমেটোলজিস্ট

কসমেটোলজিস্টরা বিউটিশিয়ান হিসেবেও পরিচিত। তারা মানুষের চেহারা ও শারীরিক সৌন্দর্য বাড়ানোর কাজটি করেন। চুল কাটা, চুল ছাঁটা, পোশাক পরা, দাড়ি শেভ ও ছাঁটা, প্রসাধনী ব্যবহার, মেকআপ, মেকওভার, অলংকার ব্যবহার এই ধরনের নানা বিষয় নিয়েই তাদের পারদর্শিতা। মানুষকে তারা এইসব বিষয়ে পরামর্শ দেন এবং সৌন্দর্য্য-চর্চা ও বাড়ানোর কাজে সরাসরি সাহায্য করেন। সৌন্দর্য্য-চর্চা ও ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে তারা গার্হস্থ্য কিছু টিপস ও শরীরচর্চারও পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

সিনেমাটোগ্রাফার

টেলিভিশন বা চলচ্চিত্রের জন্য যে শ্যুটিং করা হয়, সিনেমাটোগ্রাফার সেই কাজটিই করেন। তাকে একই সঙ্গে ক্যামেরা, লাইট, মেকআপ, স্টুডিও, সেট ও অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে যেমন পারদর্শী হতে হয়, তেমনি নান্দনিকতা ও ফ্রেমিং সম্পর্কেও ভালো ধারণা রাখতে হয়। পরিচালকের নির্দেশনা বা স্ক্রিপ্টিং অনুযায়ী প্রাকৃতিক দৃশ্য, অভিনয়, সংলাপ, ঘটনা– যা কিছুই ক্যামেরায় ধারণ করা হোক না কেন, তা প্রাথমিক ও চূড়ান্ত দৃশ্যায়নটি দেখতে পান সিনেমাটোগ্রাফার নিজেই। একটি দৃশ্য বা সিকোয়েন্সের চিত্রায়ণ কেমন হবে, সেটিও সিনেমাটোগ্রাফার পরিকল্পনা করেন এবং সেভাবেই তা চিত্রিত হয়।

আলোকচিত্রী

ফটোগ্রাফার বা আলোকচিত্রীরা ছবি তোলেন। স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্র– যে কোনো একটি অথবা দুটো শাখাতেই তাদের দক্ষতা থাকতে পারে। তাকে একই সঙ্গে ক্যামেরা, লাইট, মেকআপ, স্টুডিও, সেট, ল্যান্ডস্কেপ ও অন্যান্য কারিগরি এবং ব্যবহারিক বিষয়ে যেমন পারদর্শী হতে হয়, তেমনি নান্দনিকতা ও ফ্রেমিং সম্পর্কেও ভালো ধারণা রাখতে হয়। পরিচালকের নির্দেশনা বা স্ক্রিপ্টিং অনুযায়ী প্রাকৃতিক দৃশ্য, অভিনয়, সংলাপ, ঘটনা– যা কিছুই ক্যামেরায় ধারণ করা হোক, তার প্রাথমিক ও চূড়ান্ত দৃশ্যায়নটি দেখতে পান আলোকচিত্রী নিজেই।

কার্টুনিস্ট

চিত্রশিল্পীদের মধ্যে কার্টুনিস্টরা এমন শাখা নিয়ে কাজ করেন, যারা শৈল্পিক ও নান্দনিক বিষয় ছাড়াও সমাজ, রাষ্ট্র, যাপিত জীবন, সমসাময়িক বিষয়, বৈশ্বিক সমাচার ও দর্শন নিয়েও ভাবেন এবং নিজেদের সৃষ্টিকর্মে তার প্রতিফলন ঘটান। তাদের আঁকা বিষয়বস্তু চেতনায় নাড়া দেয়, ভাবনার উদ্রেক করে। নিপুণ অংকনশৈলীর পাশাপাশি বিদ্রুপাত্মক ও হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে তারা নিজেদের বার্তাও দেন। কেউ কেউ কেবল স্কেচ, অনেকে রঙবিন্যাস ও কম্পোজিশনের মাধ্যমে নিজেদের সৃষ্টিকর্ম তৈরি করে থাকেন।

চারুশিল্পী

ফাইন আর্টিস্ট বা চারুশিল্পীরা শিল্পকলার বিশুদ্ধতম শাখা নিয়ে কাজ করেন। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য এখানে কিছুটা গৌণ, তাদের সৃষ্টিকর্মে প্রতিফলিত হয় সৃষ্টিশীল নন্দনকলা, বিমূর্ত দর্শন, বিকল্প ভাবনা, কল্পিত জগতের অবয়ব। রঙতুলিতে কল্পনার রঙের যে বিন্যাস তারা ফুটিয়ে তোলেন, তা অবলোকন করে দর্শক-মনন উদ্দীপ্ত হয়, নতুন ভাবনার স্রোতে আন্দোলিত হয়, রুচি ও চিন্তার উন্নয়ন ঘটে। শিল্পী তার সব চিত্রকর্মে সরাসরি হয়তো বার্তা দেন না, কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবতার যে মেলবন্ধন তৈরি করেন, তা চিন্তার খোরাক তৈরি করে।

পুনরুদ্ধারকারক

পুনরুদ্ধারকারক পেশাজীবীরা শুধু শিল্পীই নন, তারা বিজ্ঞাননির্ভর গবেষকও বটে। প্রাচীন বা নষ্ট হয়ে যাওয়া শিল্পকর্ম, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ক্ষয়ে যাওয়া প্রত্নবস্তু নিয়ে তারা কাজ করেন। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি জ্ঞান ও শৈল্পিক দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তারা নানা রকম রাসায়নিক উপাদান ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে নির্দিষ্ট বস্তুকে হুবহু অথবা কাছাকাছি আগের চেহারা ফিরিয়ে দিতে পারদর্শী। বিখ্যাত শিল্পীর পেইন্টিংস, ভাস্কর্য, ফ্রেস্কো সংস্কার এবং প্রত্ননগরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনা পুনর্নির্মাণের কাজে তাদের ডাক পড়ে।

বাণিজ্যিক শিল্পী

বাণিজ্যিক শিল্পীরা বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে কাজ করেন। নির্দিষ্ট পণ্যটি দেখতে কেমন হবে, কীভাবে তা জনপ্রিয় হবে– সেটি চিন্তা করে সেইভাবে পণ্যের নকশা করা তাদের কাজ। পণ্যের বিজ্ঞাপন হৃদয়গ্রাহী করে তুলতেও তাদের কাজ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের লোগো, রঙের ব্যবহার, ব্র্যান্ডিং ও উপস্থাপনার শৈলী– সব কিছুই কোনো না কোনো বাণিজ্যিক শিল্পীর কল্পনার ফসল। হাতে আঁকা চিত্র, কার্টুন, গ্রাফিক ডিজাইন, খোদাই, ভাস্কর্য, পেইন্টিং– বাণিজ্যিক শিল্পীরা সব ধরনের মাধ্যমই ব্যবহার করেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'গ্রাফিক ডিজাইনার / মাল্টিমিডিয়া ডিজাইনার' অংশটি দেখুন]

গ্রাফিকস/মাল্টিমিডিয়া ডিজাইনার

গ্রাফিকস বা মাল্টিমিডিয়া ডিজাইনাররাও এক ধরনের শিল্পী, তারা কাজ করেন কম্পিউটার বা প্রযুক্তির সাহায্যে। নান্দনিকতার পাশাপাশি কারিগরি বিষয়েও তাদের জ্ঞান থাকা দরকার। প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের নানা উপকরণ যেমন– ফিল্ম, ডিজিটাল ডিভাইস, সফটওয়্যার ব্যবহার করে তারা দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্ম তৈরি করেন। সেটি স্থিরচিত্র হতে পারে, অডিও-ভিজ্যুয়ালও হতে পারে। এই পেশাজীবীরা কম্পিউটার গেমস, চলচ্চিত্র, মিউজিক ভিডিও, প্রিন্ট মিডিয়া ও বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের জন্য বিশেষ গ্রাফিক্স, ইফেক্ট, অ্যানিমেশন বা নানা ভিজ্যুয়াল চিত্র তৈরি করে থাকেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'গ্রাফিকস ডিজাইনার / মাল্টিমিডিয়া ডিজাইনার' অংশটি দেখুন]

অ্যানিমেটর

কম্পিউটার ও চিত্রগ্রহণের নানা প্রযুক্তি ব্যবহার করে অ্যানিমেশন ডিজাইনাররা স্থিরচিত্র নিয়ে এক ধরনের দৃষ্টিভ্রম চিত্র বা চলচ্চিত্র নির্মাণ করে থাকেন। অসংখ্য স্থিরচিত্রের সমন্বয়ে নানা রকম ইফেক্ট ব্যবহার করে তারা দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক যে চলচ্চিত্র বানিয়ে থাকেন, তা আসলে বাস্তব ঘটনা থেকে সরাসরি চিত্রিত নয়। কিন্তু তাদের সৃষ্টিকর্ম একদম বাস্তবের মতোই বিশ্বাসযোগ্য। একটি চরিত্র বা বস্তুকে নাড়াচাড়া করিয়ে তারা চলমান বা ঘটতে থাকা একটি কাহিনি বা রূপকল্পে পরিণত করেন। মোশন পিকচার বা ভিডিওর মাধ্যমে অ্যানিমেটররা এমন বিভ্রম বা কৃত্রিম গতি তৈরি করেন, তা আদতে ঘটেনি বা ঘটছে না। অ্যানিমেশন বানানো অনেক শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুলও বটে। ১ সেকেন্ডের একটি গতিশীল ফুটেজের জন্য ২৪টি ছবি দরকার হয়, তা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। অর্থাৎ ১০ সেকেন্ডের একটি ফুটেজে ধারাবাহিকভাবে ২৪০টি ছবি চলমান থাকবে। অ্যানিমেশনের গোড়ার দিকে প্রতিটি ছবির ফ্রেম হাতে আঁকা হতো, এখন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে তুলনামূলক সহজে সম্পন্ন করা যায়।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'অ্যানিমেশন ডিজাইনার' অংশটি দেখুন]

ফ্যাশন ডিজাইনার

ফ্যাশন ডিজাইনাররা পোশাকের নকশা ডিজাইন করেন। মানুষ কেমন পোশাক পরবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পোশাকে বাড়তি কী বৈশিষ্ট্য যুক্ত হবে, ফেব্রিক ও কাটিংয়ে কী বৈচিত্র্য আসবে, নকশার ক্ষেত্রে নতুন ও বাড়তি কী সংযোজন হবে– এ ধরনের বিষয় নিয়েই ভাবেন এবং কাজ করেন ফ্যাশন ডিজাইনাররা। তাদের নকশা করা ও বানানো পোশাকের উদ্বোধন হয় মডেলদের পরিধেয় হিসেবে কিংবা বিপণি বিতানের ডিসপ্লে অংশে। পোশাকের নান্দনিকতা, মানুষের রুচি পরিবর্তন ও নারী-পুরুষের শারীরিক কাঠামো সম্পর্কে ফ্যাশন ডিজাইনারদের স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হয়।

টেক্সটাইল ডিজাইনার

টেক্সটাইল ডিজাইনাররা ফেব্রিক নিয়ে কাজ করেন। নানা ধরনের কাপড় প্রস্তুত, উৎপাদন, মুদ্রণ নিয়েই তাদের কাজের পরিধি। সুতা ও থ্রেডের বৈশিষ্ট্য বুঝে তারা নির্দিষ্ট প্যাটার্নের কাপড় তৈরি করেন। এরপর কাপড়ের বৈশিষ্ট্য বুঝে নানা রকম ডিজাইনের ছাঁচ ও নমুনা ব্যবহারের মাধ্যমে তারা নানা রকম ডিজাইন তৈরি করেন। কাঙ্ক্ষিত সুতার বিন্যাস ও রঙ ফুটিয়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারিগরি দিকগুলো সম্পর্কেও তাদের দক্ষতা থাকতে হয়।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'প্রিন্টার (ব্লক, টেক্সটাইল, সিল্ক স্ক্রিন)' অংশটি দেখুন]

গার্মেন্টস সম্পর্কিত প্যাটার্ন মেকারস ও কাটার

গার্মেন্টস অ্যান্ড রিলেটেড প্যাটার্ন মেকার অ্যান্ড কাটার পেশাজীবীরা তৈরি পোশাকশিল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তারা সাধারণত পোশাক, টেক্সটাইল ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য নির্ভুল মাপজোক তৈরি করার কাজটি করেন। ডিজাইন অনুযায়ী, কাপড় বা পাতলা চামড়া কাটা, ছাপ দেওয়া, সাইজ করার মাধ্যমে পোশাক, টুপি, গ্লাভস ও অন্যান্য পরিধেয় বা ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদনের প্রাক-প্রস্তুতির অংশটুকুও তারা সম্পন্ন করেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'গার্মেন্টস অ্যান্ড রিলেটেড প্যাটার্ন মেকারস ও কাটার' অংশটি দেখুন]

দর্জি

টেইলর অ্যান্ড ড্রেস-মেকার অর্থাৎ দর্জিরা সেলাই করে বা যন্ত্রের সাহায্যে পোশাক তৈরি করেন। নির্দিষ্ট নকশা অথবা ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী তারা পোশাকের মাপজোক, বুনন, সেলাই, পরিবর্তন ও মেরামত করতে পারদর্শী। নানা ধরনের কাপড়, নরম চামড়া বা অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে তারা শার্ট, প্যান্ট, স্যুট, সোয়েটার, সালোয়ার-কামিজ, লেহেঙ্গা, পাঞ্জাবি, ফতুয়া ইত্যাদি পোশাক প্রস্তুত করে থাকেন। পাড়া-মহল্লায় স্বাধীন দর্জি পেশাজীবীর পাশাপাশি পোশাকশিল্প কারখানাতেও দর্জিকাজে দক্ষ ব্যক্তির কাজের সুযোগ রয়েছে।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'টেইলরস অ্যান্ড ড্রেস মেকার্স' অংশটি দেখুন]

সূচিজীবী

সূচিজীবী অর্থাৎ সিউয়িং ও এমব্রয়ডাররা সূচিকর্মের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করেন। তারা মূলত কাপড়, চামড়া ও অন্যান্য উপকরণের ওপর সুঁই-সুতা অথবা সেলাই মেশিন ব্যবহার করে সেলাই, মেরামত, পরিবর্তন ও নানা রকম নান্দনিক নকশা ফুটিয়ে তোলার কাজ করেন। শুধু পোশাক নয়, ব্যবহার্য নানা সামগ্রী, এমনকি তাঁবু, নৌকার পাল, শামিয়ানা, তারপুলিন, মশারি ইত্যাদি বানাতেও সূচিজীবীদের হাতের ছোঁয়া জরুরি। নকশা তৈরির ক্ষেত্রে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা জরুরি। কাজের গভীরতা ও নান্দনিকতার ওপর এর মূল্যও নির্ভর করে।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'সিউয়িং অ্যান্ড এমব্রয়ডারি' অংশটি দেখুন]

সিরামিক ডিজাইনার

শুধু সিরামিক নয়, সিরামিক ডিজাইনাররা কাঠ, ধাতু, কাদামাটি, সিলিকা, কাচ, সিরামিক ও আরও নানা উপাদান ও উপকরণ নিয়ে কাজ করেন। এইসব উপকরণ গলিয়ে, কেটে, ছাতু করে তারা নানা ছাঁচ তৈরি করেন। সেই ছাঁচ দিয়ে তৈরি হয় তৈজসপত্র, গয়না, ব্যবহার্য পণ্য, আসবাবপত্র, এমনকি চিকিৎসা সরঞ্জামও। নির্মিত পণ্যের টেকসই ও দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি নান্দনিকতার বিষয়টিও তাদের বিবেচনায় রাখতে হয়।

গয়না-শিল্পী

গয়না-শিল্পী বা জুয়েলারি ডিজাইনাররা অলংকার নিয়ে কাজ করেন। মানুষের সৌন্দর্য্য-চর্চা গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে নানা ধরনের অলংকার ও গয়নাগাটির ডিজাইন, প্রস্তুত, মেরামত ও সংস্কার কাজের সঙ্গে তারা যুক্ত। সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, মূল্যবান পাথর কেটে, ঘষে, গলিয়ে তারা নির্দিষ্ট আকৃতি দেন। শুধু মানুষের সৌন্দর্য্য-বর্ধন নয়; নানা ধরনের সামাজিক আয়োজন, ধর্মীয় স্থাপনা, শৈল্পিক অবকাঠামো-সহ বড় পরিসরে নকশা ও অলংকারিক নানা কাজেও তাদের ডাক পড়ে।

পণ্য ডিজাইনার

পণ্য ডিজাইনার বাণিজ্যিকভাবেই কাজ করেন। নির্দিষ্ট পণ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার-উপযোগিতা, স্থায়িত্ব, উৎপাদন খরচ, বিপণন কৌশল, সংরক্ষণ ও পরিবহন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে তারা পণ্যের আকৃতি, ওজন, গ্রুপিং ইত্যাদি নির্ধারণ করেন। উদ্ভাবক বা আবিষ্কারকরা পণ্যের মূল বিষয়টি তৈরি করে দেওয়ার পর সেটি বাণিজ্যিকভাবে কীভাবে সহজে ও সাশ্রয়ী মূল্যে বাজারজাত করা হবে বা সরবরাহ করা হবে, সেটি গবেষণা করে বের করেন পণ্য ডিজাইনাররা।

মোড়ক প্রযুক্তিবিদ

প্যাকেজিং টেকনোলজিস্ট বা মোড়ক প্রযুক্তিবিদরা যে কোনো পণ্যের মোড়ক নিয়ে কাজ করেন। পণ্যের গুণগত মান, বৈশিষ্ট্য, আকার-আকৃতি, ওজন, মেয়াদ, সংরক্ষণ, বিপণন ও পরিবহনের ধরন বিবেচনা করে সুরক্ষামূলক প্যাকেজিং ও কনটেইনারের নকশা পরিকল্পনা করেন। কাগজ, পিচবোর্ড, কাঁচ, প্লাস্টিক, রাবার, কার্টন, টিউব, অ্যারোসল ক্যান, অ্যালুমিনিয়াম কনটেইনার, বোতল– এ রকম নানা রকম উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কেও তাদের ভালো জ্ঞান রাখতে হয়।

মুদ্রণ প্রযুক্তিবিদ

প্রিন্টিং টেকনোলজিস্ট বা মুদ্রণ প্রযুক্তিবিদরা যে কোনো মুদ্রণ অর্থাৎ ছাপানোর কাজ করেন। শুধু কাগজে ছাপানো নয়; কাপড়, রাবার, প্লাস্টিক, পিভিসি, চামড়া-সহ নানা ধরনের উপকরণের ওপরই লেখা, ছবি, সংকেত, লোগো ইত্যাদি মুদ্রণ করা সম্ভব। মুদ্রণ প্রযুক্তিবিদরা এইসব কৌশল প্রয়োগে দক্ষ। নানা রকম পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবনের পাশাপাশি মুদ্রণের মান বাড়ানো, খরচ কমানো, পরিবেশবান্ধব উপকরণ ও উপাদান ব্যবহারের বিষয়েও তারা গবেষণা করেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'প্রিন্টার (ব্লক, টেক্সটাইল, সিল্ক স্ক্রিন)' অংশটি দেখুন]

চামড়া প্রযুক্তিবিদ

চামড়া প্রযুক্তিবিদ বা লেদার টেকনোলজিস্টরা চামড়া প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করার কাজে দক্ষ। কাঁচা চামড়া সংগ্রহের পর লবন, ডাই, তেল ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে, শুকিয়ে ও পরিচ্ছন্ন করে শিল্পপণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার কাজটি তাদের দায়িত্ব। নতুন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম পরিকল্পনা, নকশা ও সংযোজন করার কাজেও তারা পারদর্শী। এই পেশাজীবীদের কেউ কেউ চামড়াশিল্পের বিশেষায়িত শাখা যেমন– উদ্ভিজ্জ বা ক্রোম ট্যানিং, ডায়িং, ক্রীড়াসামগ্রী, বস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন।

কাগজ প্রযুক্তিবিদ

কাগজ প্রযুক্তিবিদ বা পেপার টেকনোলজিস্টরা কাগজ ও কাগজের পণ্য তৈরির বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে পরিশোধন, প্রক্রিয়াজাত, নমুনা প্রস্তুত, উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তাদের অংশগ্রহণ রয়েছে। নির্দিষ্ট পণ্যের উপযোগী কাগজ উৎপাদন এবং উৎপাদিত কাগজ ব্যবহার করে নানা রকম পণ্য তৈরির নানা অংশেও এই পেশাজীবীদের সক্রিয় তদারকি দরকার হয়। পরিবেশবান্ধব কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবনের পাশাপাশি ব্যবহৃত কাগজ ও পণ্যের পুনর্ব্যবহার নিয়েও কাগজ প্রযুক্তিবিদরা গবেষণা করেন।

আপহোলস্টারার

আপহোলস্টারার পেশাজীবীরা গদি তৈরি করেন। চেয়ার, সোফা, ডিভান বা বিছানা তো বটেই, তারা নানা ধরনের আসবাবপত্র, ফিক্সচার, অর্থোপেডিক সামগ্রী, গৃহসজ্জার দৃশ্যমান বাইরের অংশে প্যাডিং তৈরি করে থাকেন। ফেব্রিকস, চামড়া, রেক্সিন, প্লাস্টিক, রাবার ছাড়াও স্প্রিং, স্পঞ্জ, ফোম, কুশন বা রাউড়ি ব্যবহার, বুনন, সেলাইয়ের কাজে পারদর্শী। শুধু আবাসিক আসবাব নয়, বাণিজ্যিক ও শিল্প-কারখানার যন্ত্রপাতি, গাড়ির ইন্টেরিয়র, রেল কোচ, বিমান ও জাহাজের কেবিন, মিলনায়তনের আসন তৈরি, মেরামত ও প্রতিস্থাপনও তাদের কাজ।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'আপহোলস্টারার' অংশটি দেখুন]

শারীরিক ও যান্ত্রিক দক্ষতা

এই বিভাগের তালিকাভুক্ত ক্যারিয়ারের জন্য শারীরিক সামর্থ্য, চলাফেরা ও হাত-পা ব্যবহারে সাবলীল সক্ষমতা ও শারীরিক শক্তির পাশাপাশি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে, সেগুলো বুঝতে পারার ক্ষমতা দরকার।

আপনার কি এসব দক্ষতা আছে?

- আপনি কি হাত দিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন?
- আপনি কি যন্ত্র, সরঞ্জাম ও নানা রকম টুল ব্যবহার করতে পারদর্শী?
- এসব দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চান?

আপনার জবাব যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে এই ধরনের ক্যারিয়ার বিষয়ে আরও জেনে নিন পরবর্তী অংশে।

মেশিন টুল অপারেটর

মেশিন টুল অপারেটর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করেন। লেদ, কাটার, কাঁচি, বোরার, মিলার, গ্রাইন্ডার, প্রেস, ড্রিল ও এই ধরনের অন্যান্য মেশিন টুলস বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার কাজে তারা পারদর্শী। এইসব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সেটআপ, সংযোজন, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণের কাজও তাদের জানতে হয়। নানা ধরনের শিল্প-কারখানা, ওয়ার্কশপ ও নির্মাণ প্রকল্পে এই পেশাজীবীরা তাদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে পণ্য উৎপাদন, মেরামত, পরিবর্তন, স্থাপনা নির্মাণ ও সজ্জার কাজে অবদান রাখেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'মেশিন টুল অপারেটর' অংশটি দেখুন]

ওয়েল্ডার অ্যান্ড ফ্লেম কাটার প্রফেশনাল

ওয়েল্ডার অ্যান্ড ফ্লেম কাটার প্রফেশনালরা ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করেন। গ্যাসের প্রজ্জ্বলিত শিখা, বৈদ্যুতিক চাপ ও তীব্র উত্তাপের নানা ধরনের পদ্ধতি উৎস বা উপকরণ ব্যবহার করে এই কাজটি করেন। ধাতব বস্তু বা পাত কেটে বা গলিয়ে তারা নানা আকৃতি দেন, জোড়া লাগান অথবা বিচ্ছিন্ন করেন। নানা ধরনের শিল্প-কারখানা, মেরামত প্রতিষ্ঠান ও নির্মাণ প্রকল্পে তারা ওয়েল্ডিংয়ের মাধ্যমে বড় বড় ধাতব টুকরো সংযোজন বা মেরামত করেন। এভাবে অসংখ্য টুকরো জোড়া দিয়েই বড় অবকাঠামো বা গাড়ি, জাহাজ, উড়োজাহাজ বা ধাতব পণ্য তৈরি হয়।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'ওয়েল্ডার অ্যান্ড ফ্লেম কাটার প্রফেশনাল' ও 'ওয়েল্ডার (অ্যাসিস্ট্যান্ট)' অংশটি দেখুন]

টুল ও ডাই মেকার

টুল ও ডাই মেকার এমন ধরনের প্রযুক্তিবিদ, যারা লোহা বা অন্য কোনো ধাতু বা কাঠকে নির্দিষ্ট আকৃতিতে কেটে বা জোড়া দিয়ে নানা রকম সরঞ্জাম ও ডাই তৈরি করেন। এইসব সরঞ্জাম বিভিন্ন উপাদান কাটতে বা গুঁড়ো করতে ব্যবহৃত হয়। ডাইগুলো কাজে লাগে প্রতিকৃতি বা ছাপ তৈরি করতে। বিশেষ করে ইঞ্জিন, যন্ত্রাংশ, তালা-চাবি বা অন্যান্য ধাতব সরঞ্জাম তৈরির জন্য আগে থেকে নির্দিষ্ট টুল বা ডাই তৈরি করে নিতে হয়। এরপর সেগুলোর আদলে ব্যাপকভিত্তিক উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'মেশিন টুল অপারেটর' অংশটি দেখুন]

প্ল্যাম্বার ও পাইপ ফিটার

প্ল্যাম্বার অ্যান্ড পাইপ ফিটার পেশাজীবীরা ধাতু, প্লাস্টিক, রাবার বা বিভিন্ন উপকরণের তৈরি পাইপ সিস্টেম নিয়ে কাজ করেন। যে কোনো ভবন বা স্থাপনায় পানি ও গ্যাসের সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং পানি ও বায়ুবাহী সরঞ্জামের ফিটিং ও ফিক্সচার স্থাপন, সংযোজন, সমন্বয়, মেরামত করার মাধ্যমে সেগুলো সচল রাখেন। নগর পরিষেবা সংস্থাগুলো তাদের সেবা নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দিতে পাইপলাইন ব্যবহার করে।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'প্ল্যাম্বার ও পাইপ ফিটার' অংশটি দেখুন]

সেলাই মেশিন অপারেটর

সেলাই মেশিন অপারেটররা সেলাই মেশিন ব্যবহার করার কাজে দক্ষ। কাপড়, ফেব্রিক, চামড়া, প্লাস্টিক, রাবার, পিভিসি ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করে তারা পরিধেয় পোশাক, ব্যবহার্য সামগ্রী, নান্দনিক সূচিকর্ম-সহ নানা পণ্য তৈরি করেন। বাংলাদেশে সাধারণত পোশাকশিল্প কারখানাগুলো, যেখানে ব্যাপকভিত্তিক উৎপাদন হয়ে থাকে, সেখানে বহুসংখ্যক সেলাই মেশিন অপারেটর প্রয়োজন হয়।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'সেলাই মেশিন অপারেটর' অংশটি দেখুন]

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার টেকনোলোজিস্ট

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার টেকনোলজিস্ট বা প্রযুক্তিবিদরা কম্পিউটার সরঞ্জাম, হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক, ডেটাবেজ ও ইন্টারনেট নিয়ে কাজ করেন। সমাধান করেন নানা সমস্যার। সরাসরি বা টেলিফোন, ইমেইল বা অন্যান্য মাধ্যমে তারা ব্যবহারকারীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ, সরঞ্জাম ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ স্থাপন, সংযোজন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের বিষয়ে তারা নির্দেশনা ও পরামর্শ সেবাও দেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'কম্পিউটার হার্ডওয়্যার টেকনোলজিস্ট' অংশটি দেখুন]

এয়ার কন্ডিশনিং ও রেফ্রিজারেশন মেকানিক

এয়ার কন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেশন মেকানিকরা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র ও রেফ্রিজারেটর নিয়ে কাজ করেন। এদের একটি অংশ এয়ার কন্ডিশনার মেরামতের কাজে দক্ষ। আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্পকারখানা বা গ্রিনহাউজে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, উষ্ণতা, বায়ু-চলাচলের বিষয়গুলো দেখভাল করেন। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র স্থাপন ও সংযোজনের পর পরবর্তী সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্বও তাদের। মেকানিকদের আরেকটি অংশ কাজ করেন রেফ্রিজারেটর নিয়ে। তারা আবাসিক ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর স্থাপন সংযোজন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'এয়ার কন্ডিশনিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন প্রফেশনাল' ও 'এয়ার কন্ডিশনিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন মেকানিক (অ্যাসিস্ট্যান্ট)' অংশটি দেখুন]

উড ওয়ার্কিং মেশিন টুল অপারেটর

উড ওয়ার্কিং মেশিন টুল অপারেটররা সাধারণত আসবাবপত্র বা অন্যান্য কাঠের পণ্য তৈরির কাজ করেন। প্রেসিশন সোয়িং, শেপিং, প্ল্যানিং, বোরিং, টার্নিং ও উড কার্ভিংয়ের মতো স্বয়ংক্রিয় বা আধা-স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি স্থাপন ও ব্যবহার করে তারা নানা ধরনের কাঠ ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় ও সৌখিন পণ্যসামগ্রী নির্মাণ করে থাকেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'উড ওয়ার্কিং মেশিন টুল অপারেটর' অংশটি দেখুন]

কার্পেন্টার অ্যান্ড জয়েনার্স

কার্পেন্টার অ্যান্ড জয়েনার্স অর্থাৎ কাঠ কারিগররা কাঠের পণ্যসামগ্রী তৈরি করেন। কাঠ কাটা, জড়ো করা, আকৃতি দেওয়া, একত্রিত করা, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও সংরক্ষণ কাজে তারা পারদর্শী। ক্রেতার চাহিদা বা নির্দিষ্ট নকশা অনুযায়ী তারা কাঁচা কাঠ মাপজোক করে সেটি টুকরো করে কেটে কাঠের পণ্য, আবসাব, তৈজসপত্র, খোদাই ইত্যাদি করে থাকেন। কাঠ কারিগরদের বেশিরভাগই পাড়া-মহল্লায় স্বাধীন পেশায় জড়িত, কেউ কেউ শিল্প-কারখানাতেও কাজ করেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'কার্পেন্টার অ্যান্ড জয়েনার্স' ও 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল উড ওয়ার্কিং প্রফেশনাল' অংশটি দেখুন]

অটোমোবাইল প্রকৌশলী

অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার বা প্রকৌশলীরা সব ধরনের যান্ত্রিক বাহনের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। মোটরগাড়ি, বাস, ট্রাক, মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহনের ইঞ্জিন, মেক্যানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রাংশের সংযোজন, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও প্রতিস্থাপন করার কাজে তারা দক্ষ। এইসব বিষয়ে তারা চালক ও মালিকদের পরামর্শ ও অন্যান্য পরিষেবাও দিয়ে থাকেন। মোটরযান নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে মোটরযানের মডেল পরিকল্পনা, ডিজাইন, উৎপাদনের পাশাপাশি মোটর মেরামত প্রতিষ্ঠানে তারা মোটরগাড়ি মেরামত ও সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত নানা কাজে যুক্ত থাকেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'অটো মেকানিক' অংশটি দেখুন]

অটো মেকানিক

অটো মেকানিকরা সব ধরনের যান্ত্রিক বাহনের বিষয়ে দক্ষ। মোটরগাড়ি, বাস, ট্রাক, মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহনের ইঞ্জিন, মেক্যানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রাংশের সংযোজন, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও প্রতিস্থাপন করার কাজে তারা পারদর্শী। মোটরগাড়ি মেরামত ও সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তারা চালক ও মালিকদের পরামর্শ ও অন্যান্য পরিষেবাও দিয়ে থাকেন। মূলত মোটরগাড়ির সমস্যা হলেই তাদের ডাক পড়ে। অনেকে স্বাধীন মেকানিক হিসেবে, কেউ কেউ বড় ওয়ার্কশপে চাকরিজীবী হিসেবেও এই পেশায় যুক্ত আছেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'অটো মেকানিক' অংশটি দেখুন]

মোটরযান চালক

মোটরযান চালকরা মোটরগাড়ি চালিয়ে থাকেন। যাত্রী বা পণ্য পরিবহনের জন্য তাদের বাহনের আকৃতি ও ওজনভেদে ভিন্ন স্তরের লাইসেন্স বা পারমিট প্রয়োজন হয়। শারীরিক সক্ষমতা, প্রখর দৃষ্টিশক্তি ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখানোর দক্ষতাও জরুরি। সংশ্লিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের ট্রাফিক আইন মেনে চলার পাশাপাশি সড়ক ব্যবহারকারী যানবাহন ও পথচারীর নিরাপত্তার জন্য প্রতি মুহূর্তে তাকে সতর্ক থাকতে হয়।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'মোটরযান চালক' অংশটি দেখুন]

বৈমানিক

বৈমানিকরা উড়োজাহাজ চালান। যাত্রী বা পণ্য পরিবহনের জন্য তাদের উড়োজাহাজের আকৃতি ও ওজনভেদে ভিন্ন স্তরের লাইসেন্স বা পারমিট প্রয়োজন হয়। শারীরিক সক্ষমতা, প্রখর দৃষ্টিশক্তি ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখানোর দক্ষতাও জরুরি। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক এভিয়েশন আইন নিখুঁতভাবে মেনে চলার পাশাপাশি উড়োজাহাজের নিরাপত্তার জন্য প্রতি মুহূর্তে তাকে সতর্ক থাকতে হয়। বিমান-চালনা বিষয়ক দক্ষতা তো বটেই; ইঞ্জিন, কার্গো, যাত্রী, ফুয়েল, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, রাডার, রেডিও যোগাযোগ-সহ নানা বিষয়েও বৈমানিকদের বিশেষভাবে দক্ষ হতে হয়।

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা বেতার, রাডার, আলোকসম্পাত ও স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে উড়োজাহাজ চলাচল ও ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করেন। বৈমানিকদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন ও বিমানের পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করেন। রানওয়েতে কোন বিমান কখন নামবে, কোনটি আকাশে উড়বে, কোন বিমান কোন রুট ধরে উড়বে, এগুলো এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা নিয়ন্ত্রণ করেন। সিভিল এভিয়েশন, বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটিতে তাদের কাজের সুযোগ রয়েছে।

বিমান মেকানিক

বিমান মেকানিকরা উড়োজাহাজ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত কাজগুলো করেন। উড়োজাহাজ আকাশে ওড়ার জন্য উপযুক্ত কিনা, চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রতিটি যন্ত্রাংশ সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, এগুলো তারা দেখভাল করেন। উড়োজাহাজের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং কোনো সমস্যা হলে তার মেরামত করাই তাদের কাজ। বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, উড়োজাহাজ সংস্থা, বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটিতে তাদের কাজের সুযোগ রয়েছে।

বিমান প্রকৌশলী

অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ার বা বিমান প্রকৌশলীরা উড়োজাহাজ বিশেষজ্ঞ। উপযোগিতা ও চাহিদা বিশ্লেষণ করে উড়োজাহাজের পরিকল্পনা, ডিজাইন, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও পরিচালনা করার নানামুখী কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ রয়েছে। বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, উড়োজাহাজ সংস্থা, বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটিতে তাদের কাজের সুযোগ রয়েছে। মহাকাশযান, উপগ্রহ বা দূরবর্তী অবস্থান থেকে উড়োজাহাজ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ করার কাজগুলোও বিমান প্রকৌশলীদের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

জাহাজের নাবিক

সহস্রাধিক বছর ধরেই জাহাজের নাবিক হওয়া অত্যন্ত রোমাঞ্চকর একটি পেশা। নৌযান পরিচালনার সামগ্রিক বিষয়ে জ্ঞান রাখার পাশাপাশি পানিতে চলাচলের নানা বৈশিষ্ট্য, জোয়ার-ভাটা, স্রোতের গতিপ্রকৃতি, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কেও তাদের অভিজ্ঞতা দরকার হয়। অনেক সময় সপ্তাহ বা মাসের পর মাস তাদের সমুদ্রেই কাটিয়ে দিতে হয়। নাবিকরা জাহাজের বিভিন্ন ডেক, ইঞ্জিনরুম, হুইলরুমের নানা রকম কাজ থেকে শুরু করে টুকিটাকি মেরামতকর্ম, নিরাপত্তা, উদ্ধার অভিযান ইত্যাদি কাজেও দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন।

জাহাজের ডেক অফিসার ও পাইলট

পানির বুকে জাহাজ চালিয়ে নেওয়ার কাজটিই করেন ডেক অফিসার ও পাইলটরা। আশেপাশের অন্যান্য জাহাজের গতিবিধি, পানির গভীরতা, ডুবোচর, স্রোতের গতিপ্রকৃতি, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে তারা নির্দিষ্ট রুট ধরে জাহাজ পরিচালনা করেন। আকাশে নক্ষত্রের অবস্থান এবং জাহাজের অবস্থান নির্ণয়ের নানা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তারা সঠিক রুট নির্ধারণ করেন এবং জাহাজকে সেই রুটে স্থির রাখেন।

রেডিও অপারেটর (জাহাজ)

শিপ রেডিও অপারেটর কাজ করেন সমুদ্রগামী জাহাজে। গভীর সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজগুলো বন্দর বা অন্য জাহাজ বা উড়োজাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে কেবল রেডিওর মাধ্যমে। রেডিও অপারেটররা রেডিও সরঞ্জাম ব্যবহার ও বার্তা আদানপ্রদানের সাংকেতিক ভাষা বিষয়ে দক্ষ হন। নিজেদের তথ্য বাইরে পাঠানো এবং বাইরের তথ্য গ্রহণের জন্য তারা উপযুক্ত কারিগরি ভাষাশৈলী ও প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। আজকাল স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহার করেও আধুনিক জাহাজে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। সেই কাজটিও রেডিও অপারেটর করে থাকেন।

নৌ-প্রকৌশলী

শিপ ইঞ্জিনিয়ার ও নৌপ্রকৌশলীরা জাহাজ ও জলযান নিয়েই কাজ করেন। জাহাজের গোটা কাঠামো থেকে শুরু করে সব ধরনের মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল সমস্যার সমাধান ও মেরামত করেন। জাহাজ চলার সময় ইঞ্জিনরুমে তাদের সার্বক্ষণিক কাজ থাকে। ইঞ্জিনের কার্যক্রম ঠিকমতো চলছে কিনা, কোনো টিউনিং বা লুব্রিকেন্ট বা অন্য কিছু দরকার কিনা, সেগুলো তারা পর্যবেক্ষণ করেন। জাহাজনির্মাণ শিল্পেও নৌ-প্রকৌশলীদের কাজের সুযোগ রয়েছে।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা ভবন ও স্থাপনা নির্মাণের কাজে যুক্ত থাকেন। বাড়িঘর, বাণিজ্যিক ভবন, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বাঁধ, পানি সরবরাহ লাইন, নর্দমা ব্যবস্থা, বন্দর, খাল, ডকইয়ার্ডস, বিমানবন্দর ও রেলপথ– মানুষের ব্যবহার্য সব ধরনের স্থাপনাই তৈরি হয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে। গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের ওপর তাদের বিশেষ পারদর্শিতা দরকার হয়। চাহিদা বা প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে প্রকল্প এলাকা জরিপ, ভূমি উন্নয়ন, স্থাপনার নকশা পরিকল্পনা, ব্যয় প্রাক্কলন, উপকরণ বাছাই, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত– প্রতিটি পর্যায়েই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের ডাক পড়ে।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'সিভিল ইঞ্জিনিয়ার' ও 'সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিশিয়ান (কনস্ট্রাকশন)' অংশটি দেখুন]

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়াররা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন। উপযোগিতা ও প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে তারা কার্যকর যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, উৎপাদন, মেরামত, সংস্কার, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলো করে থাকেন। বিশেষ করে নির্দিষ্ট শিল্পকারখানায় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের পরিকল্পনা, সংযোজন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররাই দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিদিনের প্রকৌশল সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতেও তাদের কাজ করতে হয়। *[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার' অংশটি দেখুন]*

রাসায়নিক প্রকৌশলী

রাসায়নিক প্রকৌশলী বা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা শুধু যে রসায়ন নিয়ে কাজ করেন, তা নয়, তাদের গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানও ভালো জানতে হয়। তাত্ত্বিক জ্ঞানভিত্তিক গবেষণার তুলনায় তাদের ব্যবহারিক উপযোগিতা নিয়ে বেশি কাজ করতে হয়। প্রাকৃতিক খনিজ বা অন্যান্য রাসায়নিক উপাদানকে নানা পদ্ধতিতে রূপান্তর করে তারা মানুষের অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন– পেট্রোল, রাবার) এবং বাণিজ্যিক ও শিল্পখাতে ব্যবহারের উপযোগী কাঁচামাল তৈরি করেন। শিল্পকারখানায় পণ্য উৎপাদনে রাসায়সিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করাও তাদের দায়িত্ব।

টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী

টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলীরা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সামগ্রিক বিষয় নিয়ে কাজ করেন। তারযুক্ত ও তারবিহীন নেটওয়ার্ক, বৈদ্যুতিক সিস্টেম, ব্যান্ডউইথ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের নকশা করা ও নির্মাণ, কার্যকারিতা পরীক্ষা, সংযোজন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সম্পর্কিত কাজে তাদের যুক্ত থাকতে হয়। এই প্রযুক্তিখাতটি যেহেতু দ্রুতপরিবর্তনশীল, ফলে তাদের প্রতিনিয়তি সাম্প্রতিক প্রযুক্তি ও পণ্যের বিষয়ে তাদের জ্ঞান হালনাগাদ করতে হয়। কথা বলা ও ক্ষুদে বার্তা পাঠানোর পাশাপাশি ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের বিষয়টিও এখন টেলিযোগাযোগের বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধাতব প্রকৌশলী

ধাতব প্রকৌশলীরা ধাতু বা ধাতব পদার্থ নিয়ে কাজ করেন। রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব, জ্ঞান প্রয়োগ করে তারা নানা ধরনের ধাতব উপাদানের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও পরিবর্তন ঘটানোর কাজে পারদর্শী। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন যৌগ তৈরি এবং তা শিল্প-কারখানা ও পণ্য উৎপাদনে কাজে লাগানোর উপায় বের করতেও এই প্রকৌশলীদের ভূমিকা রয়েছে। বাণিজ্যিক শিল্পে, যেখানে ধাতব বস্তুর ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ধাতব প্রকৌশলীরা পুরো কার্যক্রম পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সমস্যার সমাধান করে থাকেন।

পেট্রোলিয়াম প্রকৌশলী

পেট্রোলিয়াম প্রকৌশলীরা পেট্রোলিয়াম নিয়ে কাজ করেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও ভূতাত্ত্বিক বিষয়ে তাদের পারদর্শিতা দরকার হয়। ভূপৃষ্ঠ ও ভূতলের নানা স্তরের তথ্য, শিলার গঠন, জীবাশ্ম, বিবর্তন, পরিবর্তন, বিশেষ করে ভূ-অভ্যন্তর বা সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়েই তাদের কাজকর্ম। নির্দিষ্ট এলাকায় খনিজসম্পদের অস্তিত্ব ও মজুদ নির্ণয়েও তাদের ভূমিকা রয়েছে। খনিজ উৎসে তেল ও গ্যাসের মজুদ নির্ণয়, উত্তোলন, প্রক্রিয়াজাত ও সরবরাহ করা তাদের দায়িত্ব। খনি এলাকার চারপাশে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনপদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও তাদের কাজ করতে হয়।

খনি প্রকৌশলী

খনি প্রকৌশলীরা বা মাইনিং ইঞ্জিনিয়াররা প্রাকৃতিক খনিজসম্পদ নিয়ে কাজ করেন। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় তাদের পারদর্শিতা দরকার হয়। ভূপৃষ্ঠ ও ভূতলের নানা স্তরের তথ্য, শিলার গঠন, জীবাশ্ম, বিবর্তন, পরিবর্তন, বিশেষ করে ভূ-অভ্যন্তরের মূল্যবান খনিজ পদার্থ ও জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে তারা ভূতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটান। নির্দিষ্ট এলাকায় খনিজসম্পদের অস্তিত্ব ও মজুদ নির্ণয়েও তাদের ভূমিকা রয়েছে। খনি এলাকার চারপাশে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনপদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও তাদের দায়িত্ব।

ভূবিজ্ঞানী

ভূবিজ্ঞানী ভূতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে কাজ করেন। তাদের কাজের বড় একটি অংশজুড়ে রয়েছে গবেষণাকর্ম। পৃথিবীর উপরিভাগের মাটির বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ, ভূতলের নানা স্তরের তথ্য, পৃথিবীর কাঠামো, শিলার গঠন, জীবাশ্ম, বিবর্তন, পরিবর্তন ও বিকাশ ইত্যাদি নিয়ে তারা কাজ করেন। ভূঅভ্যন্তরের মূল্যবান খনিজ পদার্থ ও জীবাশ্ম জ্বালানি আহরণে তাদের জ্ঞান কাজে লাগে। নির্দিষ্ট এলাকায় খনিজসম্পদের অস্তিত্ব ও মজুদ নির্ণয়ে ভূবিজ্ঞানীরাই কাজ করেন।

আবহাওয়াবিদ

আবহাওয়াবিদরা আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ে কাজ করেন। বায়ুমণ্ডলের নানা স্তরে নিত্য পরিবর্তন, বায়ুপ্রবাহের গতিবিধি, সামুদ্রিক স্রোত, বাষ্পীভবন, বৃষ্টিপাত, মেঘ, তাপদাহ ও বায়ুচাপের পরিস্থিতি সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে কাজ করেন। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের নানা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের পাশাপাশি উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র বিশ্লেষণ করে তারা আবহাওয়ার পরিবর্তনের ধারা পর্যবেক্ষণ করেন। এইসব তথ্যউপাত্ত বিশ্লেষণ করেই তারা বন্দর, নৌযান, বিমান, কৃষি ও সাধারণ মানুষের উপযোগী স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস প্রস্তুত করেন।

বনবিদ

ফরেস্টার বা বন কর্মকর্তা কাজ করেন বন নিয়ে। প্রাকৃতিক বনভূমি রক্ষা, সম্প্রসারণ, দূষণ প্রতিরোধের পাশাপাশি নতুন ভূমিতে কৃত্রিম বনভূমি সৃষ্টির কাজটি বনবিদ করে থাকেন। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি বনজ সম্পদ আহরণ, জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক খাদ্যশৃঙ্খল রক্ষা ইত্যাদি নিয়ে তারা গবেষণা করেন। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বনভূমি সংরক্ষণের তাগিদ রয়েছে বিশ্বজুড়ে। এই কারণে বাংলাদেশ-সহ বিভিন্ন দেশে বনভূমি সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজটিও ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মৎস্যবিজ্ঞানী

মৎস্যবিজ্ঞানীরা মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী নিয়ে কাজ করেন। লবনাক্ত বা মিঠাপানি, মাছের প্রজনন, বংশবিস্তার, রোগদমন, খাবার ও পুষ্টি, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পদ্ধতিতে উৎপাদন– এ রকম নানা বিষয়ে তারা পারদর্শী হয়ে থাকেন। প্রাণিজ আমিষের গুরুত্বপূর্ণ উৎস মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বাড়াতে নিরন্তর গবেষণার পাশাপাশি প্রজনন মৌসুমে মৎস্য আহরণ স্থগিত রাখা, নির্দিষ্ট জলসীমায় নৌযান চলাচল সীমিত রাখা-সহ মৎস্যজীবীদের জন্যও তারা নানা দিকনির্দেশনা দেন। পুকুর-জলাশয়ে নিয়ন্ত্রিত মৎস্যচাষের বিষয়েও তারা পরামর্শ দেন।

কৃষিবিজ্ঞানী

কৃষিকাজ হলো উদ্ভিদ চাষ ও পশুপালনের বিজ্ঞান ও শিল্প। উন্নত জাতের বীজ ও চারা, মাটির উর্বরতা, কার্যকর সার ও সেচব্যবস্থা উন্নয়ন নিয়ে কৃষিবিজ্ঞানীরা কাজ করেন। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে জৈবরসায়ন, অনুজীববিজ্ঞান, জিনতত্ত্ব-সহ জীববিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখা নিয়ে তাদের গবেষণা চলতে থাকে। কৃষিকাজে নিত্যনতুন প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও কৌশল উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে তারা কৃষকের পরিশ্রম কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়েও কাজ করেন।

কীটপালক

উপকারী কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড় পালনকারী এই পেশাজীবীরা মূলত মৌমাছি ও রেশম-কীটের চাষ করেন। এদের মধ্যে এপিয়ারিস্টরা কাজ করেন মৌমাছি নিয়ে। কৃত্রিম উপায়ে বাণিজ্যিকভাবে মৌমাছি চাষ, প্রজনন, রোগদমন, মধু আহরণ, মোম সংগ্রহ এদের পেশা। উৎপাদিত মধু ও মোম বিক্রি ও বাজারজাত করার বিষয়েও তাদের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে সেরিকালচারিস্টরা রেশম-গুটির চাষ করেন। রেশম-কীট চাষ, প্রজনন, রোগদমন, রেশম উৎপাদন ও শিল্প পর্যায়ে সরবরাহ বিষয়ে তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকে।

পশুপালক

পশুপালন মানবসভ্যতার প্রাচীনতম পেশা। গরু, ছাগল, উট, ঘোড়া, গাধা, শূকর, হাঁস-মুরগি, এমনকি কুকুর-বিড়াল-সহ সব রকম গৃহপালিত পশু-পাখি পালন এবং মাংস, দুধ ও ডিম উৎপাদন করাই তাদের কাজ। গৃহপালিত পশু-পাখির নিয়মিত পরিচর্যা, খাবার দেওয়া, প্রজনন, শংকরায়ন, রোগদমন ইত্যাদি কাজে তারা পারদর্শী। উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাত, সরবরাহ ও বাজারজাত করার কাজেও তারা অভিজ্ঞ। ক্ষুদ্র খামার কিংবা বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেও এই পেশাজীবীরা কাজ করে থাকেন।

কৃষি প্রকৌশলী

কৃষি প্রকৌশলীরা কৃষি বিষয়ক নানা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত। কৃষিকাজে ব্যবহৃত সব রকম যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, প্রযুক্তি ও কৌশল উন্নয়ন, পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ, উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি তারা কৃষি অবকাঠামো পরিকল্পনা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখেন। কৃষি বিষয়ক নানা সমস্যার সমাধান খোঁজেন। কৃষি প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম কৃষকদের কাছে পরিচিত করে তোলা ও প্রশিক্ষণ দেওয়াও কৃষি প্রকৌশলীদের কাজ।

কৃষি ও শিল্প যন্ত্রপাতি মেকানিক

কৃষি ও শিল্প যন্ত্রপাতি মেকানিকরা অন্য সব মেকানিকদের মতোই যন্ত্রপাতি স্থাপন, সংযোজন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরীক্ষা ও মেরামত করেন। সমস্যা হলে সারাই করেন। তবে তাদের কাজের পরিধি কৃষি ও শিল্পখাত কেন্দ্রিক। মোটরযান, উড়োজাহাজ, জাহাজ বা ইলেকট্রিক মোটর তাদের বিষয় নয়। কৃষিকাজে পাওয়ার টিলার, ট্রাকটর, হার্ভেস্টর, সেচযন্ত্র-সহ নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহৃত হয়। সেগুলোর বিষয়েই এই পেশাজীবীরা বিশদ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে থাকেন।

[উদাহরণ হিসেবে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন কার্ডে 'এগ্রিকালচার মেশিনারি মেকানিক' ও 'ফার্ম মেশিনারি টেকনিশিয়ান' অংশটি দেখুন]

প্যাথলজি ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান

প্যাথলজিস্ট বা টেকনিশিয়ানরা মেডিকেল পরীক্ষাগারে নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অসুস্থ মানুষের শরীর থেকে সংগৃহীত নমুনা (যেমন– রক্ত, টিস্যু, প্রস্রাব, মল, লালা ইত্যাদি) পরীক্ষা করেন। নমুনায় উপস্থিত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা অন্য অনুজীবের উপস্থিতি, কোষের বিভিন্ন উপাদানের আনুপাতিক অস্তিত্ব ইত্যাদি নির্ণয় করেন। এই উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট রোগ শনাক্ত, রোগের উন্নতি বা অবনতির তথ্য পাওয়া যায়। এর ভিত্তিতেই চিকিৎসকরা ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন।

স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ (ইমেজিং)

স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ বা মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের মধ্যে ইমেজিং শাখার এক্সপার্টরা রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত কাজ করেন। অতীতে ইমেজিং বলতে কেবল এক্স-রে প্রযুক্তিই বোঝাত, সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রযুক্তি নানা শাখায় বিকশিত হয়েছে। এখন ইনফ্রারেড ও লেজার-সহ আধুনিক নানা প্রযুক্তির সাহায্যেও অনেক রোগের নিখুঁত নির্ণয় সম্ভব। ইমেজিং টেকনোলজিস্টরা নানা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে এই কাজগুলো সম্পন্ন করেন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর স্বাস্থ্য উন্নয়নে নির্দিষ্ট ব্যায়াম, অনুশীলন, সরঞ্জাম ব্যবহার ও অন্যান্য পরিচর্যার কাজেও তারা সাহায্য করে থাকেন।

স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ (নিউক্লিয়ার মেডিসিন)

নিউক্লিয়ার মেডিসিন প্রযুক্তিবিদরা নিউক্লিয়ার মেডিসিন সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারদর্শী। বহু জটিল রোগের চিকিৎসায় প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিপণ্যের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। মানবদেহের ওপর নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও রশ্মি প্রয়োগ করে জটিল রোগের নিরাময় ও প্রতিকার করার প্রযুক্তি বের হয়েছে। নিউক্লিয়ার মেডিসিন প্রযুক্তিবিদরা এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার ও রোগীদের কাছে তা উপস্থাপন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও যুক্ত থাকেন।

স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ (অপথোমেট্রিস্ট)

স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ বা মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের মধ্যে অপটোমেট্রিস্ট শাখার পেশাজীবীরা নানা রকম ভিজ্যুয়াল ও চক্ষু সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সমস্যা নির্ণয় ও চিকিৎসা কার্যক্রমে সহায়তা দিয়ে থাকেন। গ্লুকোমা ও ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির মতো কয়েকটি রোগ নির্ণয় এবং চোখে গৌণ আঘাতের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার প্রশিক্ষণও তাদের নেওয়া থাকে। চক্ষুরোগীদের অস্ত্রোপচার-পূর্ব ও পরবর্তী চিকিৎসা, থেরাপি এবং দৃষ্টিশক্তির সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ভিশন কেয়ার সরঞ্জাম ব্যবহার ও প্রশিক্ষণ দেওয়াও তাদের কাজ।

স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ (শ্বাসতন্ত্র থেরাপি প্রযুক্তি)

স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ বা মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের মধ্যে শ্বাসতন্ত্র থেরাপিস্টরা মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। এই ধরনের নানা যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি ব্যবহারেও তারা পারদর্শী। সাধারণত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে সার্জিকাল থিয়েটারেই তাদের কাজের মূল জায়গা। অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে তারা নানা ব্যবস্থা নেন। সাহায্য করেন অ্যানেশথেশিয়ার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকদের। যারা শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা বা শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, তাদের শারীরিক প্রদাহ উপশমে তারা নানা থেরাপি দিয়ে থাকেন।

স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ (সার্জিকাল টেকনোলজি)

সার্জিকাল টেকনোলজিস্টরা অস্ত্রোপচার কার্যক্রমে সাহায্য করেন। তাদের কাজকর্ম হাসপাতাল, ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সার্জিকাল বা অপারেশন থিয়েটার কেন্দ্রিক। তারা সার্জন, নার্স, অ্যানেস্থেসিস্ট বা অন্যান্য সার্জিক্যাল কর্মীদের তত্ত্বাবধানে কাজ করেন। তাদের দায়িত্ব অস্ত্রোপচারের আগে-পরে গোটা থিয়েটার জীবাণুমুক্ত করা ও অন্যান্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করা। রোগীকে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত এবং পরবর্তী পর্যায়ে রোগীর পরিচর্যা নিশ্চিত করাও তাদের দায়িত্ব।

স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ (অর্থোস্টিস্ট ও প্রস্টেথিস্ট)

স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ বা মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের মধ্যে অর্থোস্টিস্ট ও প্রস্টেথিস্ট শাখার পেশাজীবীরা মেরুদণ্ড ও হাড়ের সমস্যায় আক্রান্ত বা অঙ্গহানির রোগীদের পরিচর্যা করেন। এই ধরনের রোগীদের জন্য চিকিৎসকরা যে পরামর্শ বা ব্যবস্থাপত্র দেন, তার আলোকে অর্থোস্টিস্ট ও প্রস্টেথিস্টরা সুনির্দিষ্ট রোগীর উপযোগী অর্থোপেডিক ব্রেসেস ও সিন্থেসিস প্রস্তুত করেন এবং রোগীদের জন্য ফিট করার ব্যবস্থা করে থাকেন। চিকিৎসা চলাকালীন ব্যায়াম, অনুশীলন ও অন্যান্য সর্তকতা বিষয়েও তারা রোগীদের পরামর্শ দেন।

ডেন্টাল সহযোগী ও থেরাপিস্ট

ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্টস/সহযোগী ও থেরাপিস্টরা কাজ করেন ডেন্টিস্ট বা দন্তরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে। দাঁতের রোগ নির্ণয়, রোগের ইতিহাস সংরক্ষণ, অস্ত্রোপচার, সুরক্ষা, নিরাময় ইত্যাদি কাজে তারা ডেন্টিস্টকে সাহায্য করেন। দীর্ঘমেয়াদী দন্তরোগীদের জন্য মুখের ব্যায়াম, থেরাপি, ওষুধ প্রয়োগের কাজও করেন থেরাপিস্টরা। রোগীকে কাউন্সেলিং ও পরামর্শ দেওয়ার কাজও করেন অনেকে। তবে চূড়ান্ত ব্যবস্থাপত্র বা অস্ত্রোপচারের দায়িত্ব ডেন্টিস্টেরই, সেটি সহযোগী বা থেরাপিস্টরা করেন না।

শারীরিক প্রশিক্ষক

শারীরিক প্রশিক্ষকরা মানুষকে শরীর গঠন, ফিটনেস বা ক্রীড়া-দক্ষতা উন্নয়নে নানা রকম শারীরিক কসরত, ব্যায়াম ও অনুশীলনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। অ্যাথলেটিক্স বা অন্যান্য খেলাধুলা কিংবা ব্যক্তিগত আগ্রহে যারা শারীরিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে চান, তাদের জন্যওই কাজ করেন এই প্রশিক্ষকরা। ধারাবাহিক অনুশীলনের বিভিন্ন পর্যায়ে শারীরিক দক্ষতার উন্নয়নের পর্যায়গুলো তারা পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরামর্শ দেন। নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর বয়স, ওজন, উচ্চতা বিবেচনা করে সঠিক অনুশীলন ও উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণের বিষয়েও তারা দিকনির্দেশনা দেন।

ক্রীড়াবিদ

নির্দিষ্ট ক্রীড়া অর্থাৎ খেলাধুলায় পারদর্শিতাও অতি আকর্ষণীয় পেশা। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, দাবা, অ্যাথলেটিক্স ইত্যাদি বিষয়ে নৈপুণ্য বা দক্ষতার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কোনো ক্লাব বা দলে পেশাদার হিসেবে খেলতে পারেন। ম্যাচভিত্তিক, মাসিক ও বার্ষিক হিসেবে তিনি পারিশ্রমিকও পান। তবে পেশাগত দক্ষতা বজায় রাখতে ক্রীড়াবিদকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও ঘাম ঝরানো অনুশীলন করে যেতে হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বকারী ক্রীড়াবিদরা জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিও অর্জন করে থাকেন।

পুলিশ সদস্য

প্রতিটি দেশেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে পুলিশবাহিনী। যে কোনো দুর্ঘটনা, অস্বাভাবিক ও অপরাধমূলক ঘটনায় সবার আগে পুলিশ সদস্যরাই তৎপর হয়ে ওঠে। বিপদাপন্ন মানুষকে সাহায্য করা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, দুর্ঘটনা-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা, অস্বাভাবিক ঘটনার রেকর্ড সংরক্ষণ, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধী গ্রেপ্তার, অপরাধের তদন্ত, আইনি প্রক্রিয়া সম্পাদন-সহ আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার সার্বিক দায়িত্ব পুলিশবাহিনীর।

সেনাসদস্য

সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী– জাতীয় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ তিন অনুষঙ্গ। শুধু সশস্ত্রবাহিনী নয়, আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য হয়েও দেশমাতৃকার সেবা করার সুযোগ রয়েছে। দেশের ভূখণ্ড, সমুদ্র ও আকাশসীমার নিরাপত্তা তারা রক্ষা করেন। শুধু সশস্ত্র শাখা নয়, সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে প্রকৌশলী, চিকিৎসক, সেবাকর্মী, হিসাবরক্ষক, আইনজ্ঞ-সহ অন্য পেশাজীবী ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও। কঠোর যাচাই-বাছাই শেষে সশস্ত্রবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এরপর কঠোরতম প্রশিক্ষণ শেষে তৈরি করা হয় উপযুক্ত সদস্য।

কোরিওগ্রাফার

কোরিওগ্রাফার পেশাজীবীরা মূলত পরিকল্পনা, ডিজাইন ও পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। মঞ্চ, নাটক, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপন-সহ বিভিন্ন মাধ্যমে নাচের অনুষ্ঠান বা ফ্যাশন শো বা মডেলিং পারফরম্যান্সের গোটা পরিকল্পনা, ডিজাইন ও পরিচালনার কাজটি কোরিওগ্রাফারদের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়। যেহেতু শিল্পী বা মডেলদের পরিচালিত করতে হয়, কাজেই কোরিওগ্রাফাররা এই ধরনের পারফরম্যান্স সম্পর্কে অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান রাখেন।

নৃত্যশিল্পী

নৃত্যশিল্পী নাচ নিয়ে কাজ করেন। তারা নৃত্যের কলাকৌশল রপ্ত করে তা পরিবেশন করেন। মঞ্চে পারফর্ম করার পাশাপাশি অনেকে নৃত্যশিক্ষার কার্যক্রমও পরিচালনা করেন। বিনোদনের অন্যতম বিশুদ্ধ মাধ্যম যেহেতু নৃত্য, ফলে মঞ্চ, নাটক, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপন-সহ বিভিন্ন মাধ্যমে নৃত্য ব্যবহৃত হয়। উপমহাদেশের সংগীত ও নৃত্যকলার ঐতিহ্য অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। আমাদের দেশে নৃত্যশিল্পীরা এই অঞ্চলের নৃত্যই চর্চা করে থাকেন। অনেকে পাশ্চাত্য ধারার নৃত্য নিয়েও কাজ করেন।

মডেল

কোনো পণ্য বা সেবার প্রচারে উপস্থাপক হিসেবে কাজ করেন মডেলরা। তারা ফ্যাশন শো, ফটোগ্রাফি, বিজ্ঞাপনচিত্র ও চলচ্চিত্রে ফ্যাশন-পণ্য, পোশাক, অলংকার, জুতো ও অ্যাকসেসরিজ দর্শকদের সামনে প্রদর্শন করেন। নতুন পণ্যটি ব্যবহার করা হলে কেমন লাগবে, সেটি মডেলের পরিধেয় বা ব্যবহারের ধরন দেখে দর্শকরা ধারণা লাভ করেন। ফ্যাশন-পণ্য ছাড়াও ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল, পর্যটন, অ্যাকসেসরিজ বা সেবা– যেগুলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ব্যবহার করে থাকে, সেগুলো দৃষ্টিনন্দন উপায়ে প্রদর্শন ও পরিচিত করে তোলার কাজটি করেন মডেলরা। এই পেশায় আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও শারীরিক অবয়ব বা বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি।